BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

# ABU DAUD SARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BT : WWW.BANGLAINTERNET.COM

# PART : BIBAHO, TALAQ

# كِتَابُ النِّكَاحِ
# বিবাহের অধ্যায়

## ٩٦- بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

### ৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا تُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ٠

২০৪২। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা)-এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমানের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ্ দেখতে পান যে, তাঁর (বিবাহের) কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বলেন হে আল্‌কামা! আমার নিকট এসো! আমি তার নিকট এলে উসমান তাকে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও? আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী।

## ٩٧- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

### ৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মপরায়ণা রমণী বিবাহের নির্দেশ

٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ٠

banglainternet.com

২০৪৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ (সাধারণত) রমণীদেরকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। যথা ঃ (ক) তার ধন-সম্পদ, (খ) তার বংশমর্যাদা, (গ) তার সৌন্দর্য, (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য। তোমরা ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও, অন্যথায় তোমার উভয় হস্ত অবশ্যই ধুলায় ধূসরিত হবে। (অর্থাৎ তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। হাদীসে ধর্মপরায়ণা নারীকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।)

## ٩٨- بَابٌ فِيْ تَزْوِيْجِ الْأَبْكَارِ

## ৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী নারীকে বিবাহ করা

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ اَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَىَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ ·

২০৪৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বলি, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, সে কি কুমারী, নাকি অকুমারী[১] ? আমি বলি, অকুমারী। তিনি বলেন, তুমি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে কেন বিবাহ করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ-ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে পারত?

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ اَخَافُ اَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِىْ قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ·

২০৪৫। আল্-ফায্ল ইব্ন মূসা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে মানা করে না, (অর্থাৎ ভাবগতিতে ভ্রষ্টা মনে হয়) তিনি বলেন, তুমি তাকে ত্যাগ করো (অর্থাৎ তালাক দাও)। সে ব্যক্তি বলে, আমি এরূপ আশংকা করি যে, হয়ত আমি তার বিরহে ব্যথিত হব। তিনি বলেন, তুমি তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতে থাক। (ব্যভিচারের কোন প্রমাণ না থাকার কারণে এরূপ বলা হয়েছে)।

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ اُخْتِ مَنْصُوْرِ ابْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ يَعْنِىْ ابْنَ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ

১. এমন স্ত্রীলোক যে কোন পুরুষের সাথে ইতিপূর্বে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে।

فَقَالَ إِنِّىْ أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَّ حَسَبٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لاَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ ·

২০৪৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী এবং সদ্বংশীয়া রমনীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

## ٩٩- بَابُ فِىْ قَوْلِهِ : اَلزَّانِىْ لاَيَنْكِحُ إِلاَّزَانِيَةً

## ৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارٰى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ فَنَزَلَتْ : وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ فَدَعَانِىْ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ لاَتَنْكِحْهَا ·

২০৪৭। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মারছাদ্ ইব্‌ন আবূ মারছাদ্ আল্-গানাবী মক্কাতে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। আর সে সময় মক্কাতে আনাক্ নাম্নী জনৈক যিনাকারিণী ছিল, যে (জাহিলিয়াতের যুগে) তার বান্ধবী ছিল। তিনি বলেন, তখন আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আনাক-কে বিবাহ করব? তিনি (রাবী) বলেন, তিনি চুপ করে থাকাকালে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "যিনাকারিণী স্ত্রীলোক, তাকে কোন যিনাকার পুরুষ বা মুশরিক্ ব্যতীত আর কেউই বিবাহ করবে না।" তখন তিনি আমাকে ডেকে আমার সম্মুখে তা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে বিবাহ করো না।

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّ أَبُوْمَعْمَرٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْكِحُ الزَّانِى الْمَجْلُوْدُ إِلاَّ مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ نَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ·

banglainternet.com

২০৪৮। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যিনাকার পুরুষ, যিনাকারিণী স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যকে বিবাহ করবে না।

١٠٠- بَابُ فِى الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করে

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ·

২০৪৯। হান্নাদ.... আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করবে সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا ·

২০৫০। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাফিয়্যাকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁর মুক্তিপণকে তাঁর মাহর হিসাবে গণ্য করেন (ও বিবাহ করেন)।

١٠١- بَابٌ يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ·

২০৫১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়।

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ لَّكَ فِى أُخْتِى قَالَ فَافْعَلُ مَاذَا قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا قَالَ أُخْتَكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذَاكِ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأُحِبُّ مَنْ شَرِكَنِى فِى خَيْرٍ أُخْتِى قَالَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى قَالَتْ فَوَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ أَوْ ذُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَتَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ·

২০৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কি কোন প্রয়োজন বা অনুরাগ আছে? তিনি বলেন, সে যা বলেছে যে, আপনি তাকে বিবাহ করুন, তা আমি করতাম। (কিন্তু) তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমার বোনকে বিবাহ করব? তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, অথবা তুমি কি তা পছন্দ কর? তিনি বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তের অধিকারী নন? তবে আমি আমার বোনের মঙ্গলের ব্যাপারে শরীক হতে পছন্দ করি। (অর্থাৎ সে আপনার স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারিনী হবে এবং আমি তার জন্য তা কামনা করি) তিনি বলেন, সে আমার জন্য হালাল নয় (কেননা দুই বোনকে একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়)। তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি দুর্‌রা অথবা যুর্‌রা (রাবীর সন্দেহ) যুহায়র বিন্‌ত আবূ সালামাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বিনতে উম্মে সালামা? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি সে আমার ঘরে প্রতিপালিত না হত এবং আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা না হত, তবে সে আমার জন্য হালাল হত। কেননা তার পিতা আবূ সালামাকে ও আমাকে সূওয়াইবিয়্যা দুগ্ধপান করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বোন ও কন্যাকে আমার (সাথে বিবাহের) জন্য পেশ কর না।[১]

## ١٠٢- بَابُ فِيْ لَبَنِ الْفَحْلِ

## ১০২. অনুচ্ছেদ ঃ দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়

٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اَفْلَحُ بْنُ اَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِيْنَ مِنِّيْ وَاَنَا عَمُّكِ قَالَ قُلْتُ مِنْ اَيْنَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ امْرَاَةُ اَخِيْ قَالَتْ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِي الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ·

২০৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আফ্‌লাহ্ ইব্ন আবূ কু'আয়স (রা) প্রবেশ করলে আমি তার নিকট পর্দা করি। তিনি বলেন, তুমি আমার কাছে পর্দা করছ, অথচ আমি তোমার চাচা। তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিরূপে আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধ পান করিয়েছে, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায়নি? এমতাবস্থায় আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম, তিনি বললেন, হাঁ, সে তোমার চাচা, কাজেই সে তোমার নিকট আসতে পারে।

## ١٠٣- بَابُ فِيْ رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ

## ১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ

১. সুওয়াইবিয়্যা নামক দাসীকে নবী করীম (সা)-এর জন্মের সুসংবাদ দানের জন্য তাঁর চাচা আবূ লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিল। তাই সেই দিন হতে তিনি নবীজীকে স্বীয় দুধ পান করিয়েছিলেন। আর আবূ সালামাকেও সে দাসীই দুধ পান করিয়েছিলেন। অতএব, আবূ সালামা দুধভাই হওয়ায় তার কন্যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ জায়িয ছিল না।

ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَتُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ٠

২০৫৪। হাফ্স ইব্ন উমার ..... আয়েশা (রা) হতে একই রকম (শু'বা ও সাওরী বর্ণিত হাদীসের মত) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট এমন সময় হাজির হন, যখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। রাবী হাফ্স বলেন, এটা তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় মনে হয় এবং তাঁর চেহারা মোবারক (রাগের কারণে) পরিবর্তিত হয়। অতঃপর রাবী (হাফ্স ও মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর) একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বস্তুত শিশুকালে একই সঙ্গে দুধপান, যা ক্ষুধা নিবারণ করে–এর দ্বারা সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

٢٠٥٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَرَضَاعَ إِلاَّ مَاشَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى لاَتَسْئَلُوْنَا وَهٰذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ ٠

২০৫৫। আবদুস্ সালাম ইব্ন মুতাহ্হার..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুধপান করানোর অর্থই হল (পানকারীর) অস্থি মজবূত করানো এবং গোশ্ত বৃদ্ধি করা। তখন আবূ মূসা আল-আশ্'আরী (রা) বলেন, আমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করো না, বরং এ ব্যাপারে তোমরাই অধিক ওয়াকিফ্হাল।

٢٠٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْهِلاَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمَ ٠

২০৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ..... ইব্ন মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী (ওয়াকী) বলেন, এর দ্বারা অস্থি মজবূত করানো হয়।

## ١٠٤– بَابٌ فِيْ مَنْ حُرِّمَ بِهِ

## ১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক (দুধ পানকারী) ব্যক্তির জন্য যা হারাম হয়

٢٠٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنّٰى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيْهِ هِنْدًا بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنّٰى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيْرَاثَهُ حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ

وَجَلَّ فِيْ ذٰلِكَ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ اِلٰى قَوْلِهٖ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ فَرُدُّوْا اِلٰى اٰبَائِهِمْ فَمَنْ لَّمْ
يُعْلَمْ لَهٗ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَّاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ
وَهِيَ امْرَاَةُ اَبِيْ حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَّلَدًا فَكَانَ يَاْوِيْ مَعِيْ وَمَعَ اَبِيْ حُذَيْفَةَ
فِيْ بَيْتٍ وَّاحِدٍ وَيَرَانِيْ فُضُلًا وَّقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ
اَرْضِعِيْهِ فَاَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَاْمُرُ بَنَاتِ
اِخْوَانِهَا وَبَنَاتِ اَخَوَاتِهَا اَنْ يُّرْضِعْنَ مَنْ اَحَبَّتْ عَائِشَةُ اَنْ يَّرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ
رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَاَبَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يُّدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ
اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَرْضَعَ فِى الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَانَدْرِيْ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ
لِسَالِمٍ دُوْنَ سَائِرِ النَّاسِ ٠

২০৫৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স সালেমকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করেন এবং তার সাথে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিন্‌তুল ওয়ালীদ ইব্‌ন রাবী'আর বিবাহ দেন। আর সে ছিল একজন আনসার মহিলার আযাদকৃত গোলাম। যেমন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করেন। জাহিলিয়াতের যুগের প্রথা ছিল, কাউকে পালক পুত্র হিসাবে লালনপালন করা হলে লোকেরা তাকে তার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকতো এবং সে তার উত্তরাধিকারীও হতো। অতঃপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমরা তাদের ডাকবে তাদের প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে, তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং তোমাদের আযাদকৃত গোলাম"। কাজেই, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সহিত সম্পর্কিত করবে। আর যদি কারো পিতৃ পরিচয় জানা না যায়, তবে সে দীনী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম হবে। অতঃপর সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন উমার আল্-কুরায়শী, পরে আল্-আমিরী যিনি আবূ হুযায়ফার স্ত্রী ছিলেন, আগমন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র হিসাবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আবূ হুযায়ফার সাথে আমাদের ঘরে (আমাদের সন্তান হিসাবে) লালিতপালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন, তা আপনি বিশেষভাবে অবগত। এখন তার সম্পর্কে আপনি কী নির্দেশ দেন? নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুধ পান করাও তাতে তুমি তার দুধ-মাতা হিসাবে পরিগণিত হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান এবং তিনি তার দুধমা হিসাবে গণ্য হন। এই কারণেই আয়েশা (রা) তাঁর বোনের ও ভাইয়ের মেয়েদের ও ছেলেদেরকে পাঁচবার দুধ পান করাতে নির্দেশ দিতেন যারা তাকে ভালবাসতেন, যাতে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে পারেন। কিন্তু উম্মে সালামা (রা) ও নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ বয়সে দুগ্ধ পানকারীগণকে নিজেদের নিকট উপস্থিত হতে বাধা দিতেন, বরং তারা ছোট বেলার দুধ পান করাকেই প্রাধান্য দিতেন (বয়স্ক ব্যক্তির নয়)। আর আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে বলতাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের জানা নেই, সম্ভবত এটা (সালেমের ব্যাপারটি) নবী করীম ﷺ -এর তরফ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত ছিল, যা অন্যদের জন্য নয়।

## ١٠٥- بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَادُوْنَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

### ১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচবারের কম দুধপানে হুরমাত[১] প্রতিষ্ঠিত হবে কি

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২০৫৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দশবার দুগ্ধ পান করা হলে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচবার দুধ পান করানো হুরমাতের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বোক্ত নির্দেশ মানসূখ (রহিত) হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন এবং এর শুধু কিরআত (পঠন) অবশিষ্ট থাকে।

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

২০৫৯। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একবার বা দু'বার দুধ চোষার কারণে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

## ١٠٦- بَابٌ فِى الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

### ১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপান ত্যাগের সময় বিনিময় প্রদান

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ اَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّىْ مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ اَوِ الْاَمَةُ قَالَ النُّفَيْلِىُّ حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْاَسْلَمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ.

২০৬০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাঁর পিতা হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উপর দুগ্ধ পানের জন্য হক (দেয়) কি? তিনি বলেন, আল্-গুররা অর্থাৎ দাস অথবা দাসী (দিতে হবে)।

---

১. হারাম।

## ١٠٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

٢٠٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَتُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ·

২০৬১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর তোমরা বড় (বোন) কে, ছোট (বোনের) উপর এবং ছোট (বোন) কে বড় (বোনের) উপর বিবাহ করবে না (অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে না)।

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَبِيْصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ·

২০৬২। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ·

২০৬৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার খালা ও ফুফুকে এবং দু'জন খালা এবং দু'জন ফুফুকে একত্রে বিবাহ করাকে হারাম বলে অপছন্দ করতেন।

٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ

مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنَهَوْا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ عَلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ الأُخْرَةِ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنَهَوْا أَنْ يَنْكِحُوا مَارَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، قَالَ يَقُولُ اُتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا ٠

২০৬৪। আহ্মাদ ইব্ন আম্র ..... ইব্ন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আর যদি তোমরা ইয়াতীমদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমরা (ইয়াতীম ব্যতীত) অন্য যে কোন স্ত্রীলোকদের খুশীমত বিবাহ কর।" তিনি (আয়েশা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! ঐ ইয়াতীমরা (স্ত্রীগণ) তার মুরুব্বীর গৃহে অবস্থান করে এবং তার মালের অংশীদার হয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তার সম্পদ ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়। তখন তার ওলী (মুরুব্বী) তার প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন না করে তাকে বিবাহ করতে চায় এবং সে অন্য স্ত্রীলোককে যা দিতে চায়, তার চাইতে তাকে কম (মাহর) দিতে ইচ্ছা করে। কাজেই এদের সঙ্গে ইনসাফের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের উচিত-প্রাপ্য (মাহর) প্রদান করা দরকার। তারা ব্যতীত অন্য যে কোন পছন্দনীয় স্ত্রীলোককে (যে কোন মাহরে) বিবাহ করতে পারবে।

রাবী উরওয়া (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, অতঃপর লোকেরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলে পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ আর তারা আপনাকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন! আল্লাহ্ ইহাদের ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন। "আর ইয়াতীম মহিলাদের ব্যাপারে কুরআনের মধ্যে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা হল, তাদের জন্য যে মাহর নির্দ্ধারিত, তা তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে পছন্দ কর।" তিনি (আয়েশা) বলেন, আর আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে প্রথম আয়াতে (কুরআনে) যা বর্ণনা করেছেন, তা হল, যদি তোমরা ইয়াতীম স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তবে তোমাদের খুশীমত, তোমরা অন্য স্ত্রীদেরকে বিবাহ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা হল, আর তোমরা তাদেরকে বিবাহ

করতে পছন্দ কর, এই পছন্দ তোমাদের কারোও ঐ ইয়াতীম সম্পর্কে, যে তোমাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার ধন সম্পদ এবং সৌন্দর্যও কম থাকে। কাজেই ইয়াতীমদের মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, বরং ইনসাফের সাথে তাদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকর্ষিত হতে বলা হয়েছে।

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَنَّكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَأَيْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يَخْلُصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى نَفْسِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الشَّمْسِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَانِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ·

২০৬৫। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ..... আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা যখন হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-এর শাহাদাতের সময়, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার নিকট হতে মদীনায় আসেন; তখন তাঁর সাথে আল্-মুসাওওয়ার ইব্ন মাখ্রামার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে, যা সম্পাদনের জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন? তিনি (আলী) বলেন, না। তখন তিনি (মুসাওওয়ার) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারিটি আমাকে দান করবেন? কেননা আমার আশংকা হয়, হয়ত লোকেরা তা আপনার নিকট হতে কেড়ে নিবে। আর আল্লাহ্র শপথ! যদি আপনি তা আমাকে প্রদান করেন, আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা কেউই নিতে পারবে না। (রাবী কিরমানী বলেন) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় আবূ জেহেলের কন্যা বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম প্রেরণ করেন। এই সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদানের সময় এ সম্পর্কে বলতে শুনি, আর এই সময় আমি সাবালক ছিলাম। তিনি বলেন, নিশ্চয় ফাতিমা আমা হতে। আর আমি এরূপ আশংকা করি যে, সে এর ফলে ঈর্ষানলে জ্বলতে থাকবে। (কেননা এটাই মেয়েদের স্বভাব) অতঃপর তিনি বনী আবদুশ শামসের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের সদ্ব্যবহারের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলেন। অতঃপর , তিনি বলেন, তারা আমার সাথে যা বলেছিল, তা সত্যে পরিণত করেছিল এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা পূর্ণ করেছিল। আর আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোনো হালাল-কে হারাম করতে পারি বা হারাম-কে হালাল করতে পারি। (বরং আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়)। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা একই ঘরে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذٰلِكَ النِّكَاحِ ٠

২০৬৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া..... ইব্ন আবূ মুলায়কা পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন, রাবী মুসাওওয়ার বলেছেন, তখন আলী (রা) ঐ বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেন।

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَ اَحْمَدُ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّ بَنِيْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَاْذَنُوا اَنْ يَّنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَلَا اٰذَنُ ثُمَّ لَا اٰذَنُ ثُمَّ لَا اٰذَنُ اِلَّا اَنْ يُرِيْدَ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا ابْنَتِيْ بَضْعَةٌ مِّنِّيْ يُرِيْبُنِيْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا وَالْاَخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ اَحْمَدَ ٠

২০৬৭। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস..... আল্ মুসাওওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় বনী হিশাম ইব্ন মুগীরা (আবূ জেহেলের চাচা) তাদের কন্যাকে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি নাই, অনুমতি নাই, অনুমতি নাই। অবশ্য যদি (আলী) ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমার কন্যাকে তালাক দেয়, তবে সে তাদের কন্যা গ্রহণ করতে পারে। কেননা, আমার কন্যা আমারই অংশ। আর তাকে যা সংশয়ে ফেলে তা আমাকেও সংশয়ে ফেলবে এবং তাকে যা কষ্ট দিবে তা আমাকেও ব্যথিত করবে। আর হাদীসের এই অংশটি আহ্মাদ হতে বর্ণিত।

## ١٠٨- بَابٌ فِيْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

## ১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুত'আ[১] বা ভোগ-বিবাহ

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ سَبْرَةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْ اَنَّهُ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٠

২০৬৮। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ..... যুহ্রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময় আমরা মুত্'আ বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল রাবী'আ ইব্ন সাবুরা তিনি বলেন, আমি যখন আমার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় এরূপ করতে (মুত্'আ বিবাহ) নিষেধ করেন।

---

১. যদি কোনো লোক কোনো স্ত্রীলোককে ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য বিবাহ করে এরূপ বিবাহকে মুত্'আ বিবাহ বলে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট দুই কালের জন্যও হতে পারে। কাল নির্দিষ্ট থাকলে একে নিকাহে মুয়াক্কাত বলে।

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ ٠

২০৬৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া..... রাবী'আ ইব্ন সাবুরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুত্'আ বিবাহ হারাম করেছেন।

## ١٠٩- بَابٌ فِى الشِّغَارِ

## ১০৯। অনুচ্ছেদ ঃ মাহর নির্ধারণ ব্যতীত এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ اُخْتَ الرَّجُلِ فَيُنْكِحُهُ اُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ٠

২০৭০। আল্ কা'নাবী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার[১] করতে নিষেধ করেছেন। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করি, শিগার কী? তিনি বলেন, কেউ যদি কারো মেয়েকে বিবাহ করে এই শর্তে যে, সে তার মেয়েকে এর পরিবর্তে তার নিকট বিবাহ দিবে মাহর নির্ধারণ ব্যতীত। কিংবা কেউ যদি কারো বোন বিবাহ করে, আর সেও তার সাথে নিজের বোন বিবাহ দেয় মাহর ব্যতীত। (অর্থাৎ একের বিবাহের পরিবর্তে বিনা মাহরে অপরের বিবাহ সম্পাদনকে শিগার বলে। অন্ধকারযুগে আরবে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল)।

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ اِبْنَتَهُ وَاَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنْتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى مَرْوَانَ يَاْمُرُهُ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِىْ كِتَابِهِ هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِىْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ٠

২০৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া..... ইব্ন ইসহাক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয আল-আ'রাজ বলেছেন যে, আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস আবদুর রহমান ইব্ন হাকামের সাথে তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেন, আর আবদুর রহমান তাঁর বোনকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁরা উভয়েই কোনো মাহর ধার্য করেন নাই। তখন মু'আবিয়া (রা) মারওয়ানকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে যেন উভয়ের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তিনি (মু'আবিয়া) তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার নিষেধ করেছেন।

---

১. শিগার বলা হয়, এরূপ শর্তে বিবাহ-শাদী করা যে, তুমি আমার বোনকে বিবাহ করবে এবং আমি তোমার বোনকে বিবাহ করব মাহর ছাড়া। আরবে অন্ধকার যুগে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

## ١١٠- بَابٌ فِى التَّحْلِيْلِ

### ১১০. অনুচ্ছেদ ঃ তাহ্লীল বা হালাল করা

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ وَاَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ٠

২০৭২। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ..... আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসমাঈল বলেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, সে এবং যে স্বামী তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে লয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَرَاَيْنَا اَنَّهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ ٠

২০৭৩। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকীয়্যা ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। রাবী শা'বী (র) বলেন, আমাদের ধারণা, তিনি হলেন আলী (রা), যিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ١١١- بَابٌ فِىْ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ

### ১১১. অনুচ্ছেদ ঃ মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের বিবাহ করা

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اِسْنَادِهِ وَكَلَامِهِ عَنْ وَكِيْعٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ٠

২০৭৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন ক্রীতদাস তার মনিবের বিনানুমতিতে বিবাহ করে তবে সে যিনাকারী হবে।

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ وَهُوَ مَوْقُوْفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٠

banglainternet.com

২০৭৫। উক্বা ইব্ন মুকাররম ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে।

## ١١٢- بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

## ১১২. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ্

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ ٠

২০৭৬। আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারাহ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَيَبِيْعُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ٠

২০৭৭। আল্ হাসান ইব্ন আলী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের সময়ে ক্রয় না করে। অবশ্য সে যদি অনুমতি দেয় তবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

## ١١٣- بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الْمَرْاَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهَا

## ১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَايَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اَتَخَبَّاُ لَهَا حَتّٰى رَاَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِىْ اِلٰى نِكَاحِهَا وَتَزْوِيْجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ٠

২০৭৮। মুসাদ্দাদ ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে যেন তার বংশ, মাল ও সৌন্দর্য ইত্যাদি দর্শন করে, যা তাকে বিবাহে উৎসাহ দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি জনৈকা কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপনে তাকে দর্শন করি, এমনকি তার চেহারাও দেখি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি।

## ١١٤- بَابٌ فِي الْوَلِيِّ

## ১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ওলী বা অভিভাবক

٢٠٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ·

২০৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ্ করে তবে তার বিবাহ্ বাতিল (পরিত্যক্ত) হবে। আর তিনি এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে পূর্ণ মাহর প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। কেননা, যার কোন অভিভাবক নাই, দেশের সরকারই তার অভিভাবক।

٢٠٨٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُودَاوُدَ وَجَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ ·

২০৮০। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, জা'ফর যুহ্‌রী (র) থেকে হাদীস শুনেননি, বরং যুহ্‌রী তাকে লিখেছিলেন।

٢٠٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُودَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ·

২০৮১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা ..... আবূ মূসা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওলী ব্যতীত কোন বিবাহই হতে পারে না। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাদীসের সনদ হল, ইউনুস আবূ বুরদা থেকে এবং ইসরাঈল আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আবূ বুরদা থেকে।

٢٠٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ ·

২০৮২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া..... উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন জাহ্‌শের (উবায়দুল্লাহ্‌র) স্ত্রী ছিলেন। তিনি (ইব্‌নে জাহ্‌শ) মৃত্যুবরণ করেন এবং এই সময় হাব্‌শাতে যাঁরা হিজরত করেন, তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন হাব্‌শার বাদশাহ্ নাজাশী তাঁকে তাঁদের নিকট থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বিবাহ্ দেন।

## ١١٥- بَابٌ فِى الْعَضْلِ

## ১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহে বাধা প্রদান

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَامِرٍ نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِىْ مَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ اُخْتٌ تُخْطَبُ اِلَىَّ فَاَتَانِىْ ابْنُ عَمٍّ لِّىْ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَّهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خَطَبَتْ اِلَىَّ اَتَانِىْ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَاُنْكِحُهَا اَبَدًا قَالَ فَفِىَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ الْاٰيَةَ قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِىْ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ·

২০৮৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ মুসান্না..... মা'অকাল্ ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ভগ্নি ছিল, যার বিবাহ সম্পর্কে আমার নিকট পয়গাম আসত। অতঃপর আমার চাচাত ভাইয়ের তরফ হতে প্রস্তাব আসলে, আমি তাকে তার সাথে বিবাহ দেই। অতঃপর সে তাকে এক তালাকে রেজ'ঈ প্রদান করে এবং পরে তাকে (রুজ্'আত না করে) পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় তার ইদ্দতও পূর্ণ হয়। অতঃপর যখন অপর একজন তাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেয়, তখন সে (আমার চাচাত ভাই) আমার নিকট এসে পুনরায় তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করে এবং এতে বাধা প্রদান করে। আমি বলি, আল্লাহ্র শপথ! আমি আর কখনো তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব না। রাবী (মা'অকাল) বলেন, তখন আমার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও, আর সে তার ইদ্দতও পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করো না।" রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার শপথ ত্যাগ করি এবং তাকে (বোনকে) পুনরায় তার সাথে বিবাহ দেই।

## ١١٦- بَابٌ اِذَا اَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

## ১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিবাহ দেয়

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِىَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا وَاَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا ·

২০৮৪। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ..... সামুরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন স্ত্রীলোককে দু'জন সমমানের ওলী (দুই ব্যক্তির সাথে) বিবাহ দেয় তবে ঐ দু'ব্যক্তির মধ্যে যার সাথে প্রথমে বিবাহ হবে, সে তার স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন বস্তুকে দু'ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, এমতাবস্থায় প্রথমে যার নিকট বিক্রি করবে সে-ই তার মালিক হবে।

## ١١٧- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ

## ১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না।

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا اَسْبَاطٌ نَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ اَبُوْ الْحَسَنِ السَّوَائِىُّ وَلاَ اَظُنُّهُ اِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا مَاتَ كَانَ اَوْلِيَائُهُ اَحَقَّ بِامْرَاَتِهِ مِنْ وَلِىِّ نَفْسِهَا اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا وَزَوَّجُوْهَا وَاِنْ شَاءُ وْالَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ ·

২০৮৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী'..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্পর্কে "তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের বাধা দিবে না" বলেছেন, (জাহিলিয়াতের যুগে) যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো, তখন তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর ব্যাপারে স্ত্রীর অভিভাবকদের চাইতে অধিক হকদার ছিল। কাজেই তাদের কেউ যদি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করতো, তবে সে তা করতো; আর যদি তাকে বিবাহ করতে অনীহা প্রকাশ করতো, তবে তাকে আটকে রাখত এবং অন্যের সাথে বিবাহ করতে দিত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এতদ্‌সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এই আয়াত নাযিল করেন। (এতে নারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়)।

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَيَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَاَةَ ذِىْ قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتّٰى تَمُوْتَ اَوْتَرُدَّ اِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَاَحْكَمَ اللهُ عَنْ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ ·

২০৮৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিত আল-মারওয়াযী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা প্রদান করবে না এই আশংকায় যে, তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তা চলে যাবে। তবে তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে সে আলাদা ব্যাপার।" আর এই আয়াতটি নাযিলের কারণ হল, (অন্ধকার যুগে) পুরুষেরা তাদের নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর পর, তাদের স্ত্রীদেরও মালিক হত এবং মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাকে অন্যের সাথে বিবাহ করতে মানা করত অথবা সে (স্ত্রীলোক) তার প্রাপ্য মাহর ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করত। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللّٰهُ ذٰلِكَ •

২০৮৭। আহ্‌মাদ ..... যিহাক (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এতদ্‌সম্পর্কে নসীহত প্রদান করেছেন।

## ١١٨- بَابٌ فِى الْاِسْتِيْمَارِ

### ১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের নিকট বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبَانٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ اِلَّا بِاِذْنِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ •

২০৮৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন সাইয়্যেবা মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত এবং কুমারী মেয়েকে তার স্বীকারোক্তি ব্যতীত বিবাহ প্রদান করবে না। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীর স্বীকারোক্তির স্বরূপ কী? তিনি বলেন, সে যদি চুপ করে থাকে তবে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি।

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُسْتَاْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا وَالْاَخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَبُوْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ اَبُوْ عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِىْ اَنْ تَكَلَّمَ قَالَ سُكَاتُهَا اِقْرَارُهَا •

২০৮৯। আবূ কামিল..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ইয়াতীম (মা বাপ হারা) মেয়ের বিবাহে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে। আর সে যদি চুপ করে থাকে, তবে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি। আর সে যদি বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে তার উপর কোন যুলুম করবে না। রাবী ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসে ইখতিয়ার (ইচ্ছা) শব্দটি উল্লেখ আছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুমারী মেয়েরা (বিবাহে) স্বীকারোক্তি করতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, কুমারী মেয়ের চুপ থাকাই তার জন্য স্বীকারোক্তি।

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ فِيْهِ فَاِنْ بَكَتْ اَوْ سَكَتَتْ زَادَ بَكَتْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوْظٍ هُوَ وَهْمٌ فِى الْحَدِيْثِ الْوَهْمُ مِنْ اِبْنِ اِدْرِيْسَ •

২০৯০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্-আলা..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি সে ক্রন্দন করে বা চুপ থাকে। এখানে بَكَتْ (সে ক্রন্দন করে) শব্দটি অতিরিক্ত।

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أْمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ·

২০৯১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে তাদের বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ করবে।

## ١١٩- بَابٌ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا

## ১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন পিতা তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয়

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا فَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ ·

২০৯২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা কুমারী (প্রাপ্ত বয়স্কা) মেয়ে নবী করীম ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার পিতা তাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছে, যে তার অপছন্দ। নবী করীম ﷺ এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। (অর্থাৎ তার স্বাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেন। সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে বা বহালও রাখতে পারে)।

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهٰكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلاً مَعْرُوفًا ·

২০৯৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ..... ইকরামা (র) নবী করীম ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন,এ বর্ণনার সনদে ইব্‌ন আব্বাসের উল্লেখ নেই। সেহেতু হাদীসটি মুরসাল।

## ١٢٠- بَابٌ فِي الثَّيِّبِ

## ১২০. অনুচ্ছেদ ঃ সাইয়্যেবা[১]

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ ·

banglainternet

১. সাইয়্যেবা এমন স্ত্রীলোককে বলা হয়, যার স্বামী নাই অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা রমনী।

২০৯৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সাইয়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়েদের (বিবাহের সময়) অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে এবং তার অনুমতি হ'ল চুপ করে থাকা। আর এই শব্দটি রাবী আল্ কা'নাবী কর্তৃক বর্ণিত।

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاْمِرُهَا اَبُوْهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْهَا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ ·

২০৯৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল (রহ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, সাইয়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময়) তার পিতা যেন তার অনুমতি গ্রহণ করে।

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَاْمَرُ وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا ·

২০৯৬। আল-হাসান ইব্‌ন আলী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সাইয়্যেবা স্ত্রীলোকের (বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর করণীয় কিছুই নাই। তবে (প্রাপ্তবয়স্কা) ইয়াতীম কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময় তার) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতিস্বরূপ।

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَىْ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّيْنَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهٗ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ·

২০৯৭। আল্-কা'নাবী..... খান্‌সা বিন্‌ত খিদাম আল্-আনসারীয়্যাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা (খিদাম) তাঁকে এমন সময় বিবাহ প্রদান করেন, যখন তিনি সাইয়্যেবা ছিলেন। কিন্তু তিনি তা (ঐ বিবাহ) অপছন্দ করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। রাসূল ﷺ তার বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন।

## ١٢١- بَابٌ فِى الْاَكْفَاءِ

## ১২১. অনুচ্ছেদ ঃ কুফু বা সমকক্ষতা

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نَا حَمَّادٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْيَافُوْخِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَابَنِىْ بَيَاضَةَ اَنْكِحُوْا اَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوْا اِلَيْهِ وَقَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِمَّا تُدَاوُوْنَ بِهٖ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ ·

২০৯৮। আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গিয়াস..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হিন্দ নবী করীম ﷺ -এর মস্তকের তালুতে শিংগা লাগাল। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ হে বনী বায়াদা! তোমরা আবূ হিন্দের মেয়েদের বিবাহ করবে এবং তার সাথে (বা তার সন্তানদের সাথে) তোমাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিবে। এরপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে চিকিৎসার বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল শিংগা লাগানো।

## ١٢٢- بَابٌ فِيْ تَزْوِيْجِ مَنْ لَّمْ يُوْلَدْ

## ১২২. অনুচ্ছেদ ঃ কারো জন্মের পূর্বে বিবাহ দেয়া

٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَعْنٰى قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ حَدَّثَتْنِيْ سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ كَرْدَمَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ اَبِيْ فِيْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِيْ وَهُوَ عَلٰى نَاقَةٍ لَّهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْاَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِيْ فَاَخَذَ بِقَدَمِهِ فَاَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ اِنِّيْ حَضَرْتُ جَيْشَ عُثْرَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى جَيْشُ عُثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ مَنْ يُّعْطِيْنِيْ رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ اُزَوِّجُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تَكُوْنُ لِيْ فَاَعْطَيْتُهُ رُمْحِيْ ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتّٰى عَلِمْتُ اَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَّبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ اَهْلِيْ جَهِّزْهُنَّ اِلَيَّ فَحَلَفَ اَنْ لَّا يَفْعَلَ حَتّٰى اُصْدِقَ صَدَاقًا جَدِيْدًا غَيْرَ الَّذِيْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ اَنْ لَّا اُصْدِقَ غَيْرَ الَّذِيْ اَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِقَرْنِ اَيِّ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ رَاَسِ الْقَتِيْرَ قَالَ اُرٰى اَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ فَرَاعَنِيْ ذٰلِكَ وَنَظَرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ مِنِّيْ قَالَ لَاتَاثِرَ وَلَا مَاحِبُكَ يَاثِرُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْقَتِيْرُ الشَّيْبُ.

২০৯৯। আল্-হাসান ইব্ন আলী..... সারা বিন্ত মুকাস্সাম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনা বিন্ত কারদামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিদায় হজ্জের বছর, আমি আমার পিতার সাথে বের হই। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বচক্ষে দেখি। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি দুর্রা (লাঠি), যেমন ছেলেদের শিক্ষার জন্য (যেরূপ) লাঠি ব্যবহৃত হয়। তখন আমি আরবদের ও অন্যান্য লোকদের বলতে শুনিঃ আল্-তাব্তাবিয়া[১] আল-তাব্তাবিয়া, আল্-তাব্তাবিয়া। এরপর আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর কদম মোবারক জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন। এরপর তাঁর নিকট অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বলেন, আমি উসরান অভিযানে হাজির

১. লাঠির দ্বারা আঘাতের ফলে যে আওয়াজ বা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে তাব্তাবিয়া বলে। ভারবাহী পশু দ্রুত পরিচালনার জন্য এরূপ বলা হয়।

ছিলাম। রাবী ইব্‌ন মুসান্না বলেন, তা (অন্ধকার যুগের) একটি যুদ্ধ ছিল। তখন তারিক ইব্‌ন আল্-মুরাক্কা বলেন, আমাকে এর বিনিময়ে কে একটি বর্শা প্রদান করবে? আমি বলি, ঐ বিনিময়টা কী? তিনি বলেন, আমার যে কন্যা সন্তানের প্রথম জন্ম হবে বিনিময়ে আমি তাকে তার নিকট বিবাহ দিব। আমি তাকে আমার বর্শাটি প্রদান করলাম। এরপর আমি তার নিকট হতে চলে যাই। পরে আমি শুনতে পাই যে, তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এবং সে বালিগা (সাবালক) হয়েছে। এরপর আমি তার নিকট উপস্থিত হই এবং বলি, আমার বউকে আমার জন্য সাজিয়ে দিন। তখন সে এ বলে শপথ করেন যে, অতিরিক্ত কিছু মাহর না দিলে তাকে দেওয়া হবে না। তখন আমিও বিনিময় চুক্তির অতিরিক্ত কোন মাহর না দেওয়ার অঙ্গীকার করি এবং বর্শা দানের চুক্তির বিনিময়েই তাকে পেতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সে আজকের মহিলা। বোধ হয় সে তোমার বার্দ্ধক্য দেখেছে। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি তাকে পরিত্যাগ কর, তিনি (কারদাম) বলেন, আমি তখন শপথের কারণে ভীত হয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে দৃষ্টিপাত করি। এরপর তিনি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে বলেন, এতে তুমি এবং তোমার সাথী কেউ (শপথ ভঙ্গের কারণে) পাপী হবে না।

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ اَنَّ خَالَتَهُ اَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَاَةٍ قَالَتْ هِىَ مُصَدَّقَةٌ امْرَاَةٌ صَدَقَ قَالَتْ بَيْنَا اَبِىْ فِىْ غَزَاةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذْ رَمَضُوْا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُّعْطِيْنِىْ نَعْلَيْهِ وَاُنْكِحُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تُوْلَدُ لِىْ فَخَلَعَ اَبِىْ نَعْلَيْهِ فَاَلْقَاهُمَا اِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيْرِ ·

২১০০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ..... জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমার পিতা কোন এক যুদ্ধে শরীক হন এবং তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে, কে আমাকে একজোড়া জুতা প্রদান করবে? আর (এর বিনিময়ে) আমি তার নিকট আমার প্রথমা মেয়ের জন্ম হলে বিবাহ দিব। তখন আমার পিতা তার পায়ের জুতা খুলে তাকে প্রদান করেন। এরপর তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে বালিগা হয়। এরপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় বার্দ্ধক্যের কথার উল্লেখ নেই।

## ١٢٣- بَابُ الصَّدَاقِ

## ১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মাহর নির্ধারণ

٢١٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ اُوْقِيَةً وَنَشٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ اُوْقِيَةٍ ·

২১০১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীদের মাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ হ'ল বারো উকিয়া এবং এক নশ। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'নশ' কী? তিনি বলেন, এর পরিমাণ হল অর্ধ-উকিয়া[১]।

১. এক উকিয়ার পরিমাণ হল চল্লিশ দিরহাম। কাজেই বারো উকীয়া ও এক নশের সর্বমোট পরিমাণ হল ঃ ৪০ × ১২ + ২০ = ৫০০ শত দিরহাম।

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً ·

২১০২। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ..... আবূ আল-আজফা আস-সালামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খুতবা প্রদানের সময় বলেন, তোমরা (স্ত্রীদের) মাহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তা দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু হত অথবা আল্লাহ্র নিকট তাকওয়ার বস্তু হত, তবে তা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন নবী করীম ﷺ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের এবং তাঁর কোন কন্যাদের জন্য বারো উকীয়ার অধিক পরিমাণ মাহর ধার্য করেননি।

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ ·

২১০৩। হাজ্জাজ ইব্ন আবূ ইয়া'কূব সাকাফী..... উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের স্ত্রী। তিনি হাবশাতে ইন্তিকাল করেন। এরপর (হাবশার বাদশাহ্) নাজাশী তাঁকে নবী করীম ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর (নাজাশী) নিজের পক্ষ হতে মাহর স্বরূপ চার হাজার দিরহাম আদায় করেন এবং তা সহ তাঁকে (উম্মে হাবীবাকে) শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে প্রেরণ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাসানা হলেন শুরাহ্বীলের মাতা।

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَ ·

২১০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন বাযী'..... যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশী উম্মে হাবীবা বিন্ত আবূ সুফ্ইয়ানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেন এবং এই জন্য চার হাজার দিরহাম মাহর ধার্য করেন। এরপর তিনি (নাজাশী) এতদসম্পর্কে একটি পত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লিখে সবই তাঁকে অবহিত করেন, যা তিনি কবূল করেন।[১]

১. উপরোক্ত হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, ৫০০ দিরহামের অতিরিক্ত মাহর ধার্য করা হলে এতে কোন দোষ নেই।

## ١٢٤- بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

### ১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাহরের সর্বনিম্ন হার

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ أَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ٠

২১০৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) কে একটি হলুদ রং বিশিষ্ট চাদর পরিহিত দেখেন। এরপর নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কী? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (আনসার) এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তার জন্য কী পরিমাণ মাহর ধার্য করেছ? তিনি বলেন, এক নাওয়া[১] পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বলেন, তুমি ওয়ালীমা কর, যদি একটি বক্‌রীর দ্বারাও হয়।

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ جِبْرَئِيلَ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا يَزِيدُ أَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي الصَّدَاقِ امْرَأَةً مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ ٠

২১০৬। ইসহাক ইব্‌ন জিব্‌রাঈল বাগদাদী..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর মাহর হিসাবে দু'অংগুলি পূর্ণ (আজলা) আটা বা খেজুর প্রদান করে, তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট। জাবির (রা) অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে বিবাহের মাহর হিসাবে খাদ্যের সামান্য অংশ প্রদান করে তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতাম। আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ তিনি আবূ যুবায়র হতে, তিনি জাবির হতে আবূ আসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

১. পাঁচ দিরহামের পরিমাণ।

## ١٢٥- بَابُ فِي التَّزْوِيْجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

### ১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাজকে মাহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ تْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَّمْ تَكُنْ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّكَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ٠

২১০৭। আল্-কা'নাবী..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ আল সা'ইদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে জনৈকা রমনী উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের (উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন জনৈক (আনসার) ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যদ্দ্বারা তুমি তার মাহর আদায় করতে পার? সে বলে, আমার সাথে এই ইজার (পায়জামা) ব্যতীত দেওয়ার মত কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ব্যতীত দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুসন্ধান কর। সে বলে, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার চেষ্টা কর। এরপর এর সন্ধান করে আমি ব্যর্থ হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কিছু আছে কি?সে বলে, হাঁ, কুরআনের অমুক সূরাদ্বয় (আমার কাছে আছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, আমি ঐ কুরআনের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اَوِ الَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَ قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ اٰيَةً وَهِيَ امْرَاَتُكَ ٠

২১০৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইজার ও লোহার আংটির কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেন, তুমি কুরআনের কী হিফয করেছ? সে বলে, সূরাতুল বাকারা এবং এর পরবর্তী সূরা। তিনি বলেন, তুমি তাকে এর বিশ আয়াত পরিমাণ শিক্ষা দাও, আর (এর বিনিময়ে) সে তোমার স্ত্রী হবে।

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُوْلٌ يَقُوْلُ لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২১০৯। হারূন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যারকা ..... মাকহুল (র) সাহ্‌ল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, মাকহুল বলতেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর পরে এরূপ বিবাহ (মাহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

## ١٢٦- بَابُ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتّٰى مَاتَ

## ১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে

٢١١٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَّعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِهٖ فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

২১১০। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, সে একজন মহিলাকে বিবাহ করার পর মৃত্যুবরণ করে। আর সে তার সাথে সহবাসও করেনি এবং তার জন্য কোন মাহরও ধার্য করেনি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তাকে পূর্ণ মাহর দিতে হবে, তাকে পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীও হবে। রাবী মা'কিল ইব্‌ন সিনান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কে বির্‌ওয়া বিন্‌ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি।

٢١١١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاقَ عُثْمَانَ مِثْلَهٗ.

২১১১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢١١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَاَبِىْ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اُتِىَ فِىْ رَجُلٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوْا اِلَيْهِ شَهْرًا اَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَاِنِّىْ اَقُوْلُ فِيْهَا اِنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَاءِ هَا لَاوَكْسَ وَلَاشَطَطَ

وَإِنَّ لَهَا الْمِيْرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ فَإِنْ يَّكُ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَإِنْ يَّكُ خَطَأً فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيَانِ فَقَامَ نَاسٌ مِّنْ أَشْجَعَ فِيْهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُوْ سِنَانٍ فَقَالُوْا يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَاهَا فِيْنَا فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَرَحًا شَدِيْدًا حِيْنَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٠

২১১২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্‌বা ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। রাবী বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে একমাস ব্যাপী মতবিরোধ করে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) একবার মতভেদ করে। তিনি (ইব্ন মাসঊদ) বলেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, তার মাহ্‌র ঐরূপ ধার্য করতে হবে, যেরূপ মাহ্‌র ঐ পরিবারের মেয়েদের জন্য ধার্য করা হয় এবং এতে কোনরূপ কমবেশি করা যাবে না। আর সে মীরাসের অধিকারীও হবে এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ হতে এবং শয়তানের পক্ষ হতে। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। তখন আশজায়ী গোত্রের কিছু লোক দণ্ডায়মান হয়, যন্মধ্যে আল্-জাররাহ্ ও আবূ সিনান ছিলেন। তাঁরা সকলে বলেন, হে ইব্ন মাসঊদ! আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে বিরওয়া' বিন্‌ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তার স্বামী হিলাল ইব্ন মুররা আল্-আশজা'য়ীর ব্যাপারে যেমন আপনি ফায়সালা দিলেন। রাবী বলেন, এতদ্‌শ্রবণে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) যারপরনাই খুশি হন। কেননা তাঁর ফায়সালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছিল।

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الْأَصْبَغِ الْجَزَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضٰى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضِيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَوَّجَنِيْ فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَّلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَّإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِيْ بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ فِيْ أَوَّلِ الْحَدِيْثِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ نَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ غَيْرُ هٰذَا ٠

২১১৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস যাহলী..... উকবা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, আমি তোমার সাথে অমুক মহিলাকে বিবাহ দিতে চাই, তুমি কি এতে রাযী আছ? সে বলে হাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক; তুমি কি এতে রাযী আছ? সে বলে হাঁ। তিনি তাঁদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। এরপর সে ব্যক্তি সে মহিলার সাথে সহবাস করে এবং তার জন্য কোন মাহর ধার্য করেনি। আর তাকে নগদ কিছু (মাহর বাবদ) প্রদানও করে নাই। আর ইনি সে ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং এদের জন্য খায়বার বিজয়ের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের অংশও ছিল। এরপর এই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অমুক মহিলার সাথে আমার বিবাহ দেন এবং তার জন্য কোন মাহর ধার্য করেননি। আর আমিও তাকে কিছু প্রদান করিনি। এখন আমি আপনাদের সম্মুখে এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার অংশে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল তাকে প্রদান করেছি। এরপর সে মহিলা তার অংশ গ্রহণ করে এবং তা এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, প্রথম হাদীসে উমার (রা) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, উত্তম বিবাহ তা-ই যা সহজে সম্পন্ন হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বলেন–এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) আরো বলেন, আমার আশংকা এই যে, সম্ভবত এই হাদীসটি অতিরিক্ত সংযোজিত। কেননা ব্যাপারটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। (অর্থাৎ লোকটি তার মৃত্যুশয্যায় তার স্ত্রীকে নির্ধারিত মাহরের চাইতে অধিক প্রদানের জন্য এরূপ করে)।

## ١٢٧- بَابٌ فِيْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

## ১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের খুতবা

٢١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ٠

২১১৪। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় খুতবার প্রয়োজন আছে।

٢١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ الْمَعْنٰى نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ الْاَحْوَصِ وَاَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْ ٠

banglainternet.com

২১১৫। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আনবারী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পাঠের জন্য খুতবা শিক্ষা দিয়েছেন। যা হলো ঃ (অর্থ) সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং তাঁর নিকট অন্তরের কুমন্ত্রনা থেকে পানাহ্ চাই, যাকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন তাকে গুমরাহ্ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ্ করেন তাকে পথ প্রদর্শনের কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যথোপযুক্তভাবে ভয় করার মত এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো, (তবে আল্লাহ্) তোমাদের কর্ম সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, অবশ্যই সে বিরাট সাফল্য লাভ করবে। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান তাঁর বর্ণনাতে اَنْ শব্দটি ব্যবহার করেননি। (অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে খুতবা আরম্ভ করেছেন)।

٢١١٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ·

২১১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিবাহের খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, (অর্থ) যিনি তাঁর রাসূলকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে সুপথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের আনুগত্য করল না সে নিজেরই ক্ষতি করল এবং সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٢١١٧ – حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا بَدْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ اَخِىْ شُعَيْبٍ الرَّازِىِّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَنْكَحَنِىْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَشَهَّدَ ·

২১১৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... বনী সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমামা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর নিকট প্রস্তাব দিলে তিনি আমাকে খুতবা পাঠ ব্যতীত বিবাহ দিয়ে দেন।

## ١٢٨- بَابُ فِىْ تَزْوِيْجِ الصِّغَارِ

### ১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান

٢١١٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّ اَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ سِتٍّ وَّدَخَلَ بِىْ وَاَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ سِتٍّ وَّدَخَلَ بِىْ وَاَنَا بِنْتُ تِسْعٍ ٠

২১১৮। সুলায়মান ইব্‌ন হারব..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যখন বিবাহ দেন, তখন আমি মাত্র সাত বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। রাবী সুলায়মান বলেন, অথবা ছয় বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। আর তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আমার নয় বছর বয়সের সময়ে।

## ١٢٩- بَابُ فِى الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

### ১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মহিলা বিবাহ করলে, তার সাথে কতদিন অবস্থান করতে হবে

٢١١٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ ٠

২১১৯। যুহায়র ইব্‌ন হারব..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট তিনরাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত অবস্থান করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাতরাত অবস্থান করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا وَّقَالَ حَدَّثَنِىْ هُشَيْمٌ اَنَا حُمَيْدٌ نَا اَنَسٌ ٠

২১২০। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকীয়্যা ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়রা..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর সাথে তিনরাত অতিবাহিত করেন। রাবী উসমান অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় তিনি (সাফিয়্যা) সাইয়্যেবা ছিলেন।

٢١٢١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا هُشَيْمٌ وَإِسْمٰعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ ·

২১২১। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে সায়্যেবা মহিলার বর্তমানে বিবাহ করবে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বর্তমানে সাইয়্যেবাকে বিবাহ করবে তখন তার সাথে তিনরাত যাপন করবে। রাবী কিলাবা বলেন, যদি আমি বলি, তিনি (আনাস) এটা মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তা সঠিক হবে, বরং তিনি বলেছেন, এরূপই সুন্নাত।

## ١٣٠- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا

## ১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায়

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ نَا عَبْدَةُ نَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ·

২১২২। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল তালেকানী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা) কে বিবাহ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে (ফাতিমাকে) কিছু প্রদান কর। তিনি (আলী) বলেন, আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হাতমীয়া লৌহ বর্মটি কোথায়? (তা প্রদান করে সহবাস করতে পার)।

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ نَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ·

২১২৩। কাসীর ইব্ন উবায়দ আল-হিলসী..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর (ফাতিমার) সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন (নগদে কিছু দেওয়ার আগে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে বাধা দান করে আলী (রা) কে কিছু নগদ মাহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে তোমার লৌহ-বর্মটি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁকে তা প্রদানের পর তাঁর সাথে সহবাস করেন।

٢١٢٤- حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ اَنَا حَيْوَةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ٠

২১২৪। কাসীর ইব্‌ন উবায়দ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اَدْخِلَ امْرَاَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ اَنْ يُّعْطِيَهَا شَيْئًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ٠

২১২৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ আল-বায্‌যায..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোন মহিলাকে তার স্বামী কর্তৃক কিছু দেওয়ার পূর্বে সহবাসের অনুমতি প্রদান করি।

٢١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ اَوْ حِبَاءٍ اَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اُعْطِيَهُ وَاَحَقُّ مَا اُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ وَاُخْتَهُ ٠

২১২৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার..... আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে তাদের বিবাহের পূর্বে মাহর হিসাবে, দান হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে পাত্র পক্ষ হতে কিছু দেয়া হয়, তা সে স্ত্রীলোকের জন্যই। আর বিবাহ বন্ধনের পরে যা কিছু দেয়া হয়, তা যাকে দেয়া হয় তার জন্য। আর বিবাহ উপলক্ষে পিতা তার মেয়ের বিবাহে এবং ভাই তার বোনের বিবাহে সম্মানজনক কোন উপঢৌকন প্রদানের অধিকতর যোগ্য।

## ١٣١- بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

## ১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ দম্পতির জন্য দু'আ করা

٢١٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّا الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ٠

২১২৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন মানুষের জন্য তার বিবাহের সময় এরূপ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল সাধন করুন, তোমাকে উন্নতি দিন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৎকাজে সহযোগিতা রাখুন।

## ١٣٢- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

## ১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর গর্ভবতী পায়

٢١٢٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى السَّرِىِّ الْمَعْنَى قَالُوْا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ ابْنُ اَبِى

السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنَ فَاجْلِدْهَا وَقَالَ ابْنُ السَّرِيِّ فَاجْلِدُوهَا أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ الْمَرْأَةَ وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ ·

২১২৮। মাখলাদ ইব্ন খালিদ ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব জনৈক আনসার হতে বর্ণনা করেছেন। রাবী ইব্ন আল সারী নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আনসার হতে উল্লেখ করেন নি। এরপর সকল রাবী একত্রে বাসরা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এমন একজন নারীকে বিবাহ করি, যে বাহ্যত কুমারী ছিল। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করতে গিয়ে তাকে গর্ভবতী দেখতে পাই। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি তার গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার করার ফলে তোমার উপর তার মাহর ওয়াজিব হয়েছে। আর ঐ গর্ভস্থ সন্তান (যা ব্যভিচারের ফসল) তোমার খাদিম। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, রাবী হাসান বলেন, তখন তাকে দুররা মারবে। অথবা রাবী বলেন, তার উপর হদ্ (শরী'আতের শাস্তির বিধান) কায়েম করবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি কাতাদা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর ও আতা আল-খুরাসানী সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যাব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, বাসরা ইব্ন আকসাম জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সমস্ত রাবী একমত হয়ে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ঐ গর্ভস্থ সন্তানকে তার জন্য খাদিম হিসাবে নির্ধারিত করেন।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ ·

২১২৯। মুহাম্মদ ইব্ন আল্ মুসান্না..... সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল বাস্‌রা ইব্ন আকসাম, তিনি এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়। আর রাবী ইব্ন জুরায়জ বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ।

## ١٣٣- بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

## ১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ্‌ভিত্তিক বণ্টন

٢١٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ·

২১৩০। আবুল ওয়ালীদ আত্-তায়ালিসী..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় আসবে।

٢١٣١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطَمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ يَعْنِي الْقَلْبَ ·

২১৩১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক (সব কিছুই) বন্টন করতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করছি। আর আপনি যার মালিক (অন্তরের) এবং আমি নই, সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيَدْنُوْا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتّٰى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِيْنَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهَا قَالَتْ نَقُوْلُ فِي ذٰلِكَ أُنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا ·

২১৩২। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রহ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কারো উপর কাউকে ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রদান করতেন না, আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে। আর এরূপ দিন খুব কমই হত, যেদিন তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন না এবং সহবাস ব্যতীত তিনি সকল স্ত্রীর সাথে খোশালাপ করতেন। এরপর যেদিন যার সাথে রাত্রিবাসের পালা পড়ত, সেদিন তিনি তার সাথে রাতযাপন করতেন। আর সাওদা বিন্ত যাম'আর বয়স যখন অধিক বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এ ভয়ে ভীত হন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ত্যাগ করবেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পক্ষ হতে তা কবূল করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আশংকা করে ----------।

٢١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالَا نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ

مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَاكُنْتِ تَقُوْلِيْنَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَقُوْلُ إِنْ كَانَ ذَالِكَ إِلَىَّ لَمْ أُوْثِرْ أَحَدًا عَلٰى نَفْسِىْ ·

২১৩৩। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ও মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রত্যেকের নিকট অবস্থানের দিন অনুমতি চাইতেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়ঃ তুমি তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা (অবস্থান) করতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট রাখতে পার। মু'আযা বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কী বলতেন? তিনি বলেন, আমি বলতাম, যদি তা আমার জন্য হয়, তবে আমি কাউকেও আমার উপর অগ্রাধিকার দিব না।

٢١٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ يَعْنِىْ فِىْ مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ إِنِّىْ لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَدُوْرَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِىْ فَأَكُوْنَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَأَذِنَّ لَهُ ·

২১৩৪। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁর সকল স্ত্রীকে আহবান করেন। আমরা সকলে একত্রিত হলে তিনি বলেন, (বর্তমানে) তোমাদের সকলের সাথে ঘুরে ঘুরে (পালাক্রমে) অবস্থানের ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই তোমরা সকলে যদি অনুমতি দাও, তবে আমি (অসুস্থতার) দিনগুলো আয়েশার নিকট কাটাতে চাই। তখন সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

٢١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ·

২১৩৫। আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন সারহ্..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথাও সফরের ইরাদা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (সংগে নেওয়ার জন্য) লটারী করতেন। এরপর যার নাম লটারীতে আসত, তিনি তাঁকে সংগে নিতেন। আর তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন ও রাত নির্ধারিত করতেন। অবশ্য সাওদা বিন্ত যাম'আ ব্যতীত, কেননা, তিনি (বার্ধক্যের কারণে) তাঁর পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করেছিলেন।

## ١٣٤- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

### ১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিবাহ করলে তাকে অন্যত্র নেয়া যায় কিনা

٢١٣٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ·

২১৩৬। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ..... উকবা ইব্ন আমের (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ ঐ শর্তই উত্তম, যা তোমরা পূর্ণরূপে পালন করতে পার, আর যদ্দ্বারা তোমাদের জন্য স্ত্রী-অঙ্গ ব্যবহার হালাল হয়।

## ١٣٥- بَابٌ فِىْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

### ১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার)

٢١٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَاَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ يُّسْجَدَ لَهُ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَاَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَّهُمْ فَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَاتَفْعَلُوْا لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ·

২১৩৭। আম্র ইব্ন আওন ..... কায়স ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে আগমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্দা করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই তো সিজ্দার অধিকতর হক্দার। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্দা করতে দেখেছি। আর ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজ্দা করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি (আমার ইনতিকালের পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গমন কর, তবে কি তুমি সেখানে সিজ্দা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তোমরা সেরূপ করবে না। আর যদি আমি কাউকে কারো সিজ্দা করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামীদের সিজ্দা করতে বলতাম। আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (স্বামীকে) তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক প্রদান করেছেন।

٢١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَاْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ·

২১৩৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহবান করে, আর সে (স্ত্রী) তার নিকট গমন করে না, যার ফলে সে (স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, ঐ স্ত্রীলোকের উপর ফিরিশ্‌তাগণ সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকেন।

## ١٣٦- بَابٌ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا

## ১৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

٢١٣٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا اَبُوْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تَطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَاتَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ ٠

২১৩৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল..... হাকীম ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রীর) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না। আর তাকে ঘর হতে বের করে দিবে না।

٢١٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نِسَاؤُنَا مَانَأْتِىْ مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ اْتِ حَرْثَكَ اَنّٰى شِئْتَ وَاَطْعِمْهَا اِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى شُعْبَةُ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ ٠

২১৪০। ইব্‌ন বিশ্‌শার..... হাকীম ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কোথায় কিরূপে সহবাস করব এবং কোথায় করব না? তিনি বলেন, তুমি তোমার ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা গমন করতে পার। আর যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খেতে দিবে। আর যখন তুমি যা পরিধান করবে, তখন তাকেও তা পরিধান করাবে এবং তাকে গালমন্দ করবে না ও মারধর করবে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, শো'বা বর্ণনা করেছেন, তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খেতে দিবে। আর তুমি যা পরিধান করবে, তাকেও তা পরিধান করাবে।

٢١٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْمُهَلَّبِىُّ النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَزِيْنٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِىْ نِسَاءِنَا قَالَ اَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَلَاتَضْرِبُوْهُنَّ وَلَاتُقَبِّحُوْهُنَّ ٠

২১৪১। আহ্মাদ ইব্ন ইউসুফ মুহাল্লাবী আল-নীশাপুরী ..... বিহ্য ইব্ন হাকীম তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা মু'আবিয়া আল কুশায়রী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের স্ত্রীর হক সম্পর্কে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে। আর তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে এবং তোমরা তাদেরকে মারধর করবে না ও গালমন্দ দিবে না।

## ١٣٧- بَابٌ فِيْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

### ১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মারধর করা

٢١٤٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَاِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِيْ فِي النِّكَاحِ ٠

২১৪২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ হার্‌রা আর্ রুকাশী তার চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা স্ত্রীদের পক্ষ হতে অবাধ্যতার আশংকা কর, তবে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে। রাবী হাম্মাদ বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস পরিত্যাগ করবে।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَاَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ طَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ ٠

২১৪৩। ইব্ন আবূ খালফ ও আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন সারহ্ ---- ইয়াস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যুবাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্র দাসীদেরকে প্রহার করবে না। তখন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সাথে অবাধ্যতা করছে। তখন তিনি তাদেরকে হাল্কা মারধর করতে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিবারের নিকট অনেক মহিলা এসে তাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেনঃ আলে মুহাম্মাদের নিকট অসংখ্য মহিলা এসে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছে। যারা তাদের স্ত্রীদের মেরেছে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।

٢١٤٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْلِيِّ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيُسْاَلُ الرَّجُلُ فِيْ مَاضَرَبَ امْرَاَتَهٗ ٠

banglainternet.com

১. পরিবার।

২১৪৪। যুহায়র ইব্ন হারব ..... উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে (দুনিয়াতে) তার স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

## ١٣٨- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

## ১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়

٢١٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ ·

২১৪৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... জারীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হঠাৎ কোন অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে (তৎক্ষণাৎ) ফিরিয়ে নিবে।

٢١٤٦- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ أَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِى رَبِيْعَةَ الْأَيَادِىِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ·

২১৪৬। ইসমাঈল ইব্ন মূসা আল্-ফাযারী ..... আবূ বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা) কে বলেন, হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাতকে (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছা সত্ত্বে হয়েছে) তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়িয, আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ·

২১৪৭। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন অপর কোন স্ত্রীলোকের খালি শরীর স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরের কমনীয়তা ও লাবণ্যতা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে।

٢١٤٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِىْ نَفْسِهِ ·

২১৪৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পান। অতঃপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) যায়নাব বিন্ত জাহশের নিকট গমন করেন এবং তাঁর দ্বারা নিজের কামনা পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট গমন করে তাদেরকে বলেন, নিশ্চয় মহিলারা শয়তানের ন্যায়, পুরুষের মনের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসার (ধোঁকার) সৃষ্টি করে। আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় পতিত হবে, সে যেন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং (তার সাথে সহবাসের দ্বারা) তার অন্তরে সৃষ্ট দুর্বলতা যেন দূরীভূত করে।

٢١٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطَقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ ٠

২১৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত (হাদীসের চাইতে) অধিক সগীরা গুনাহ্ সম্পর্কিত হাদীস দেখি নাই। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত করেছেন, আর সে তা অবশ্যই করবে। আর দু' চক্ষুর যিনা হল দৃষ্টিপাত করা, মুখের যিনা হল অশোভন উক্তি, আর নফ্সের যিনা হল (যিনার) ইচ্ছা ও আকাঙ্খা করা। আর সবশেষে গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

٢١٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَالْفَمُ يَزْنِيْ فَزِنَاهُ الْقُبْلُ ٠

২১৫০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো উল্লেখ করেছেন যে, দুই হাতও যিনা করে, আর তা হল কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করা। আর দুই পা-ও যিনা করে এবং তা হল যিনার স্থানে গমন করা। আর মুখও যিনা করে এবং তা হল (কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে) চুম্বন করা।

٢١٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ ٠

২১৫১। কুতায়বা ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন, কানের যিনা হলো, (যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা শ্রবণ করা।

## ١٣٩- بَابٌ فِيْ وَطْيِ السَّبَايَا

### ১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা

٢١٥٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا اِلَى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوًّ هُمْ فَقَاتَلُوْا هُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَاَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ اُنَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ اَجْلِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللهُ فِىْ ذٰلِكَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ٠

২১৫২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন মায়সার ..... আবূ সাঈদ আল খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাস্ নামক স্থানে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা তাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়। আর এই সময় তারা কয়েদী হিসাবে (হাওয়াযেন গোত্রের) কিছু মহিলাকে বন্দী করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিছু সাহাবী তাদের সাথে অনধিকারভাবে সহবাস করতে ইচ্ছা করে, কেননা তাদের স্বামীরা মুশরিক ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ (অর্থ) যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী অর্থাৎ যেসব মহিলা যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমাদের আয়ত্বে আসবে তারা ইদ্দত (হায়েযের) পূর্ণ করার পর তোমাদের জন্য হালাল।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مِسْكِيْنٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِىْ غَزْوَةٍ فَرَاَى امْرَاَةً مُجِحًّا فَقَالَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا اَلَمَّ بِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَلْعَنَ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِىْ قَبْرِهِ كَيْفَ يُوْرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ٠

২১৫৩। আন নুফায়লী ..... আবূ দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক যুদ্ধে গমন করেন। অতঃপর তিনি জনৈকা সন্তানসম্ভবা দাসীকে দেখেন। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এর মালিক এর সাথে সহবাস করেছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তার জন্য বদদু'আ করতে ইচ্ছা করেছি, যা তার সাথে কবরে প্রবেশ করবে। উক্ত সন্তান কিরূপে তার উত্তরাধিকারী হবে? তা তার জন্য বৈধ নয়। আর সে তার (সন্তানের) নিকট হতে কিরূপে খিদমত আশা করবে? তা তার জন্য হালাল নয়।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَرَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ فِىْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً ٠

২১৫৪। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... আবূ সাঈদ আল্‌-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন রমনীর সাথে তার হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না।

٢١٥٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوْقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالٰى وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ.

২১৫৫। আন্‌-নুফায়লী ..... রুওয়াইফি' ইব্‌ন সাবিত আল্‌-আনসারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (রুওয়াইফি') আমাদের মধ্যে খুত্‌বা প্রদানের সময় দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি হুনায়নের (যুদ্ধের) সময় বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন অন্যের খেতে পানি সেচ না করে অর্থাৎ অন্যের গর্ভবতী কোন নারীর সাথে সহবাস না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, তার জন্য কোন বন্দিনী গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র না হয়। আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য গণীমতের মাল বণ্টনের আগে বিক্রয় করা হালাল নয়।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ.

২১৫৬। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ..... ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, যতক্ষণ না সে (বন্দিনী স্ত্রী) তার হায়েয হতে সম্পূর্ণ মুক্ত (পবিত্র) হয়। অতঃপর তিনি (রাবী) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য মুসলমানদের প্রাপ্ত কোন গণীমতের পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হালাল নয়; যে তাকে দূর্বল করে ফেরত দিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গণীমতের কাপড় হিসাবে প্রাপ্ত কোন কাপড় পরিধান না করে, এমনভাবে যে, সে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, উক্ত হাদীসে ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে কিছু বর্ণিত হয়নি।

## ١٤٠- بَابٌ فِى جَامِعِ النِّكَاحِ

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস

٢١٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمُ امْرَاَةً اَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهٖ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ثُمَّ لْيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِى الْمَرْاَةِ وَالْخَادِمِ ٠

২১৫৭। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ..... আম্র ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো রমনীকে বিবাহ করে অথবা কোনো দাস খরিদ করে, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এর উত্তম স্বভাব ও সৎ চরিত্রের জন্য দু'আ করছি এবং এর মন্দ স্বভাব ও অনিষ্টতা হতে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আর যখন কেউ কোন উট খরিদ করে তখন সে যেন এর ঝুঁটি স্পর্শ করে এরূপ বলে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, রাবী আবূ সাঈদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে যেন স্ত্রীর ও দাসের কপাল স্পর্শ করে বরকতের জন্য দু'আ করে।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْتِىَ اَهْلَهٗ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ اِنْ قُدِّرَ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهٗ شَيْطَانٌ اَبَدًا ٠

২১৫৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে মনস্থ করে, তখন সে যেন বলে, (অর্থ) আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ্! শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যে রিয্ক তুমি আমাদের দিয়েছ, তা শয়তান থেকে পবিত্র রাখ। অতঃপর তাদের মিলনের ফলে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, শয়তান তার কখনই কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٢١٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَّنْ اَتٰى امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا ٠

২১৫৯। হান্নাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।

٢١٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ إِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِىْ فَرْجِهَا مِنْ وَّرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ ٠

২১৬০। ইব্ন বাশ্শার ..... মুহাম্মাদ ইব্ন আল্-মুনকাদির (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করে তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা সেরূপে গিয়ে ফসল উৎপাদন কর।"

٢١٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَبُوْ الْأَصْبَغِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَّعَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ يَهُوْدَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَّكَانُوْا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِّنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَّا يَأْتُوْنَ النِّسَاءَ إِلَّا عَلٰى حَرْفٍ وَّذٰلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُوْنُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوْا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُّنْكَرًا وَّيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَّمُدْبِرَاتٍ وَّمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اِمْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتٰى عَلٰى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِىْ حَتّٰى شَرِىَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ أَىْ مُقْبِلَاتٍ وَّمُدْبِرَاتٍ وَّمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِىْ بِذٰلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ ٠

২১৬১। আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় ইব্ন উমার, আল্লাহ্ তাঁকে বা তাঁদেরকে মার্জনা করুন– বলেছেন; জাহিলিয়াতের যুগে আনসারগণ দেব-দেবীর পূজার্চনা করতো এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করতো। তারা (ইয়াহুদীরা) আহ্লে কিতাব ছিল এবং সেজন্য তারা (ইয়াহুদীরা) আনসারদের উপর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাত। আর তাঁরা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের (ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করতো। আর আহ্লে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায়) সহবাস করতো। আর এটাই ছিল স্ত্রীদের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোত্রটি তাদের নিকট হতে এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরায়শদের এই গোত্রটি, তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় সহবাস করতো, এমনকি তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সামনাসামনি, পশ্চাদদিক দিয়ে ও চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস

করতো। অতঃপর তারা যখন মুহাজির অবস্থায় মদীনাতে আগমন করে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি আনসারদের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ার সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে ঐরূপে সংগম করতে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখানকার সহবাসের একটি নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সংগম করো, অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে সরে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি জটিলতর হলে এতদ্সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অবহিত করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা গমন কর, চাই তা সম্মুখ দিয়ে হোক, পশ্চাদ দিক দিয়ে হোক কিংবা চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, যৌনাঙ্গে সহবাস করবে।

## ١٤١- بَابٌ فِيْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

## ১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন

٢١٦٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ إِمْرَأَةٌ أَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالاَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَّبَنٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ فِيْ آثَارِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ٠

২১৬২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইয়াহুদীদের স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হতো, তখন তারা তাদেরকে ঘর হতে বের করে দিত এবং তাদের সাথে খানাপিনা করতো না। এমনকি তারা তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থানও করতো না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা আপনাকে হায়েযওয়ালী স্ত্রীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র বস্তু। কাজেই হায়েযকালীন সময়ে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণ হতে দূরে থাকবে-" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করবে এবং সংগম ব্যতীত আর সবই করবে। তখন ইয়াহুদীরা বলে, এই লোকটি তো আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করছে। অতঃপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করেছে। আমরা কি স্ত্রীদের সাথে ঋতুমতী থাকাকালীন সময়ে সহবাস করব না? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাদের উভয়ের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করে। তখন তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠান। অতঃপর এতে আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

٢١٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ سَمِعْتُ خَلاَسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّيْ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَ اِنْ اَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ ٠

২১৬৩। মুসাদ্দাদ ..... খালাস হাজরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঋতুকালীন সময়ে রাতে একই চাদরের নিচে শয়ন করতাম। অতঃপর তাঁর শরীর মোবারকে যদি কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন। আর যদি তাঁর কাপড়ে কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি সে স্থান ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি তা পরিবর্তন না করে, তা পরা অবস্থায় নামায আদায় করতেন।

٢١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ امْرَاَةً مِّنْ نِّسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ٠

২১৬৪। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-'আলা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (র) তাঁর খালা মায়মূনা বিন্ত আল্ হারিস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর কোন ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে শয়ন করতেন, তখন তিনি তাঁকে ইযার (পায়জামা) পরিধান করতে বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে রাতযাপন করতেন।

## ١٤٢- بَابٌ فِيْ كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى حَائِضًا

## ১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্ফারা

٢١٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مِّقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِيْ يَاْتِيْ امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ ٠

২১৬৫। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ হায়েয থাকাকালীন সময়ে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদ্কা করে।

٢١٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِّقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ ٠

২১৬৬। আবদুস সালাম ইব্ন মুত্তাহ্হার ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েযের রক্ত প্রবাহকালীন সময়ে সংগম করে তবে তাকে এক দীনার এবং রক্ত না থাকাকালীন সময়ে সংগম করে তবে অর্ধ দীনার সাদ্কা প্রদান করতে হবে।

## ١٤٣- بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَزْلِ

### ১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আয্‌ল[১]

٢١٦٧- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ الطَّالِقَانِىُّ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ ذُكِرَ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ يَعْنِى الْعَزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ وَلَايَفْعَلْ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوْقَةٍ إِلَّا اللّٰهُ خَالِقُهَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلٰى زِيَادٍ •

২১৬৭। ইস্‌হাক ইব্‌ন ইসমাঈল তালেকানী ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এতদ্‌সম্পর্কে অর্থাৎ 'আয্‌ল' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। আর তিনি এরূপ বলেন নাই যে, তোমাদের কেউই এরূপ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি তা করে, সে কিছুই সৃষ্টির অধিকার রাখে না, বরং আল্লাহ্ তা'আলাই এর স্রষ্টা। ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, কাযা'আ হলো যিয়াদ-এর আযাদকৃত দাস।

٢١٦٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا أَبَانُ نَا يَحْيٰى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ جَارِيَةً وَّ أَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيْدُ مَايُرِيْدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ إِنَّ الْعَزْلَ مَوْؤُدَةُ الصُّغْرٰى قَالَ كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ •

২১৬৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার একটি দাসী আছে, আর আমি তার সাথে সহবাসের সময় 'আয্‌ল' করি। কেননা আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাকে বিক্রয় করতেও ইচ্ছা রাখি। আর ইয়াহূদীরা আয্‌লকে জায়িয মনে করে না বরং তাদের মতে এটা ছোট গর্ভপাত। এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সৃষ্টি করতে চান, কেউই তার আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

٢١٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِىْ الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ

---

১. সহবাসের সময় চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে বীর্যপাত করাকে আয্‌ল (العزل) বলে।

اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَّسْاَلَهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَّاتَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَّسْمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ ٠

২১৬৯। আল্ কা'নাবী ..... ইব্ন মুহায়রীয্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নব্বীতে) প্রবেশ করে, সেখানে আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা) কে দেখতে পাই। আমি তার নিকট উপবেশন করে তাঁকে 'আয্ল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হই। তখন আমাদের হাতে আরবের (বনূ মুস্তালিক গোত্রের) কিছু মহিলা বন্দী হয়। ঐ সময় আমরা স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে থাকায়, আমাদের কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা তাদের (মহিলাদের) অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্যও লালায়িত ছিলাম। তখন আমরা (তাদের সাথে সহবাসকালে) আয্ল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর আমরা বলি, আমরা 'আয্ল' করব, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাদের সংগেই আছেন, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি না কেন? অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ যদি তোমরা তা কর, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। (তবে জেনে রাখ!) কিয়ামত পর্যন্ত যারা সৃষ্টি হওয়ার, তারা সৃষ্টি হবেই (প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো নেই)।

٢١٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلَ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ٠

২১৭০। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আয্ল করতে পার। তবে জেনে রেখ! তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত তা হবেই। রাবী বলেন, তখন সেই ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

## ١٤٤- بَابُ مَايُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُوْنُ مِنْ اِصَابَتِهٖ اَهْلَهٗ

## ১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বিবৃত করার অপরাধ

٢١٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ ثَنَا الْجُرَيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى نَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِّنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَرَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَرَ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَشَدَّ تَشْمِيْرًا وَلَا اَقْوَمَ عَلٰى ضَيْفٍ مِّنْهُ فَبَيْنَمَا اَنَا عِنْدَهٗ يَوْمًا وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ لَّهٗ مَعَهٗ

كَيْسٌ فِيْهِ حَصًى أَوْ نَوًى وَ أَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَّهُ سَوْدَاءَ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتّٰى إِذَا نَفِدَ مَا فِي الْكِيْسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيْسِ فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّيْ وَعَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ بَيْنَا أَنَا أُوْعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ مَنْ أَحَسَّ الْفَتٰى الدَّوْسِيَّ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ ذَا يُوْعَكُ فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشِيْ حَتّٰى إِنْتَهٰى إِلَيَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لِيْ مَعْرُوْفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ حَتّٰى أَتٰى مَقَامَهُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِّجَالٍ وَّصَفٌّ مِّنْ نِّسَاءٍ أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِّسَاءٍ وَصَفٌّ مِّنْ رِّجَالٍ فَقَالَ إِنْ نَّسَانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِّنْ صَلَاتِيْ فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلٰوتِهِ شَيْئًا فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ زَادَ مُوْسٰى هٰهُنَا ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتٰى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقٰى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللّٰهِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا قَالَ فَسَكَتُوْا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَسَكَتْنَ فَحَثَتْ فَتَاةٌ عَلٰى إِحْدٰى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُوْنَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَّقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضٰى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ أَلاَ إِنَّ طِيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلاَ إِنَّ طِيْبَ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيْحُهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَمِنْ هٰهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوْسٰى أَلاَ لَايُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلٰى رَجُلٍ وَلَا إِمْرَأَةٌ إِلٰى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلٰى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ أَوْذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيْتُهَا وَهُوَ فِيْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ وَلٰكِنِّيْ لَمْ أُتْقِنْهُ وَقَالَ مُوْسٰى نَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ.

২১৭১। মুসাদ্দাদ, মু'আম্মাল ও মূসা ..... আবূ নাযরা (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাফাওত নামক স্থানের জনৈক শায়খ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে অবস্থানকালে আমি আবূ হুরায়রা (রা) -এর মেহমান হই। আর এ সময় আমি নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে আর কাউকে তাঁর চাইতে অধিক ইবাদতকারী ও অতিথি পরায়ণ দেখিনি। তাঁর সাথে অবস্থানকালে একদিন আমি তাঁকে খাটের উপর দেখি, যখন তাঁর

সাথে একটি পাথর বা খেজুর ভর্তি থলে ছিল। আর তাঁর খাটের নিচে ছিল একটি কৃষ্ণবর্ণ দাসী। এরপর তিনি তার গণনা সমাপ্ত করে যা থলের মধ্যে ছিল থলেটি ক্রীতদাসীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সে তা কুড়িয়ে আবার তাঁর নিকট প্রদান করে। তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে কিছু বর্ননা করব? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, একদা আমি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক কোনায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কেউ কি আবূ হুরায়রাকে দেখেছ? জনৈক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে (শায়িত) আছেন। এতদ্শ্রবণে তিনি হেঁটে আমার নিকট আসেন এবং তাঁর হাত মোবারক আমার শরীরের উপর রাখেন। এরপর তিনি আমার সাথে কিছুক্ষণ খোশালাপ করেন। এরপর আমি উঠে বসি। অতঃপর তিনি তাঁর নামায আদায়ের স্থানে গমন করেন। তিনি লোকদের নিকট গমন করেন এবং এ সময় তাঁর সাথে পুরুষদের দু'টি কাতার এবং মহিলাদের একটি কাতার ছিল। অথবা মহিলাদের দুটি এবং পুরুষদের একটি কাতার ছিল। এরপর তিনি বলেন, নিশ্চয় শয়তান আমাকে আমার নামায হতে কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। কাজেই (নামাযের মধ্যে ভুলের সময়) পুরুষেরা যেন তাস্বীহ পাঠ করে এবং মহিলারা যেন হাতের তালু বাজায় (অর্থাৎ হাতে তালি দেয়)। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায আদায় করেন এবং তিনি তাঁর নামাযে আর কোন ভুল করেননি। এরপর (নামায শেষে) তিনি বলেন, তোমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর। রাবী মূসা এখানে অতিরিক্ত বর্ণনা করছেন যে, অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হামদ্ ও সানা পেশ করেন এবং বলেন। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি লোকদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে, তখন সে দরজা বন্ধ করে এবং নিজের উপর একটি পর্দা টানে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মত (স্ত্রীর সাথে মিলন পর্বে যা করে) তা গোপনে করে? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, এরপর এই লোকটি (স্ত্রীর সাথে মিলন শেষে) উঠে গিয়ে (অন্যের নিকট) বলে, আমি এটা করেছি, আমি এরূপ করেছি? রাবী বলেন, এতদ্শ্রবণে সকলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে তার গোপন কথা (স্বামী-স্ত্রীর মিলনের) অন্য স্ত্রীলোকের নিকট বর্ণনা কর? এতদ্শ্রবণে তারাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। অতঃপর জনৈকা যুবতী রমনী তার পায়ের পাতার উপর ভর করে, গর্দান উঁচু করে এজন্য বসে যে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ পুরুষেরা এরূপ বলে এবং মহিলারাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি অবগত আছ, এটা কিসের সদৃশ? এরপর তিনি নিজে বলেন, এর উদাহরণ ঐ শয়তানের, যে একজন স্ত্রী শয়তানের নিকট গমন করে, এরপর সে তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে (অর্থাৎ সহবাস করে) আর লোকেরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করে। জেনে রাখ! পুরুষের জন্য ঐ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার সুগন্ধি অধিক; কিন্তু রং অপ্রকাশ্য। সাবধান! মহিলাদের এরূপ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রকাশ্য, কিন্তু সুগন্ধি অপ্রকাশ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এর পরবর্তী বর্ণনা আমি মু'আম্মাল ও মূসা হতে সংগ্রহ করেছি (মুসাদ্দাদ হতে নয়) কিন্তু (এই বর্ণনা) কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে একই বিছানায় একত্রে শয়ন না করে এবং কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রীলোকের সাথে। অবশ্য পিতা ও সন্তানের সাথে শয়নে দোষ নেই। আর তারা তৃতীয়ত যা বর্ণনা করেন তা আমার স্মরণ নেই। আর রাবী মুসাদ্দাদ-এর বর্ণনায় কী উল্লেখ আছে, আমি তাঁর নিকট হতে তা জানতে পারিনি।

# كِتَابُ الطَّلَاقِ

# তালাকের অধ্যায়

## ١٤٥- بَابُ فِيْ مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا

**১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে**

٢١٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ ·

২১৭২। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এবং কোন দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে।

## ١٤٦ - بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَّهٗ

**১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ স্ত্রীলোক যে তার স্বামীর নিকট তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বলে**

٢١٧٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّمَا لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا ·

২১৭৩। আল্ কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তার ভগ্নির তালাক কামনা না করে, নিজে তার সাথে বিবাহবদ্ধ হওয়ার জন্য। কেননা, তার জন্য তা-ই যা তার তাক্দীরে আছে।

## ١٤٧- بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

**১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক একটি গর্হিত কাজ**

٢١٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا مَعْرُوْفٌ عَنْ مُّحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ·

banglainternet.com

২১৭৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... মুহারিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে তালাকের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নেই।

٢١٧٥- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ ·

২১৭৫। কাসীর ইব্‌ন উবায়দ ..... ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বস্তু হল তালাক।

## ١٤٨- بَابٌ فِيْ طَلَاقِ السُّنَّةِ

## ১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাত তরীকায় তালাক

٢١٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ·

২১৭৬। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে, তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল এবং হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হায়েযা এবং পুনরায় হায়েয হতে পবিত্র হলে সে তাকে চাইলে রাখতেও পারে এবং যদি চায় তাকে তালাকও দিতে পারে, এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবাসের পূর্বে পবিত্রতাবস্থায় দিতে হবে। আর এ ইদ্দত (সময়সীমা) আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

٢١٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَاَةً لَّهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ ·

২১৭৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। এরপর রাবী কর্তৃক মালিক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِذَا طَهُرَتْ اَوْ وَهِيَ حَامِلٌ ·

২১৭৮। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা) এতদ্সম্পর্কে নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে (ইব্ন উমারকে) তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। এরপর সে যখন (হায়েয হতে) পবিত্র হয়, কিংবা সে গর্ভবতী হয়, তখন যেন তাকে তালাক দেয়।

٢١٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ ٠

২১৭৯। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। অতঃপর যতক্ষণ না সে হায়েয হতে পবিত্র হয়, ততক্ষণ নিজের নিকট রাখতে বলো। অতঃপর পুনরায় সে ঋতুমতী হয়ে পবিত্র হলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় তালাক প্রদান করতে পারে। আর এ তালাক (পবিত্রাবস্থায়) ইদ্দতের জন্য, যেরূপ আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেছেন।

٢١٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَاَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً ٠

২১৮০। আল্ কা'নাবী আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন সীরীণ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন জুবায়র আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কয়টি তালাক প্রদান করেছেন? তিনি বলেন, একটি।

٢١٨١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ اَرَاَيْتَ اِنْ عَجَزَوْا وَاسْتَحْمَقَ ٠

২১৮১। আল্ কা'নাবী ..... মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীণ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন জুবায়র আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করি। এক ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ইব্ন উমারকে চেন? আমি বলি, হাঁ। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করে। তখন উমার (রা) নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাকে এতদ্সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে

বলো। এরপর সে যেন তাঁকে তার হায়েয আসার পূর্বে তালাক প্রদান করে। তখন আমি বলি, এটা হতে কি তার ইদ্দত গণনা করতে হবে? তখন জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। আর সে যদি এরূপ করতে অপারগ হয়, তবে সে আহ্মকের মত কাজ করবে।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَيْمَنَ مَوْلٰى عُرْوَةَ يَسْاَلُ ابْنَ عُمَرَ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَّقَالَ اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَاَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَاَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ وَّائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ وَّنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ اَوْ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِىِّ وَالْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا عَلٰى خِلَافِ مَا قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ ٠

২১৮২। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... আবদুর রায্যাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন জুরায়জ আবূ যুবায়র হতে খবর দিয়েছেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আয়মনকে যিনি উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেন এবং আবূ যুবায়রও তা শ্রবণ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তখন তিনি আমাকে পুনরায় তাকে (স্ত্রীকে) গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর তিনি বলেন, তাকে পুনঃগ্রহণের পর যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিবে বা তোমার নিকট রাখবে। অতঃপর ইব্ন উমার (রা) বলেন, তখন নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন ঃ" হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দত (গণনার সীমা) আসার পূর্বে তালাক দিবে।"

ইমাম আবূ দাউদ ..... আবূ ওয়ায়েল হতে অন্যান্য রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে (ইব্ন উমার) তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন, যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এরপর যদি ইচ্ছা করে, তাকে তালাক দিতে বা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।

## ١٤٩- بَابٌ فِيْ نَسْخِ الْمُرَاجِعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

### ১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া

٢١٨٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَاَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ اَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَتَعُدْ.

২১৮৩। বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল ..... মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন, যে তার স্ত্রীকে তালাকে রিজ'ঈ প্রদান করে, এরপর সে তার সাথে সহবাস করে। আর তার তালাক প্রদান ও পুনঃগ্রহণের সময় কাউকে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বলেন, তুমি তাকে সুন্নাত তরীকার বিপরীতে তালাক প্রদান করেছ এবং সুন্নাতের বিপরীতে পুনঃগ্রহণ করেছ। (আর জেনে রাখ!) তাকে তালাক প্রদানের সময় এবং পুনঃগ্রহণের সময় সাক্ষী রাখবে (এটাই সুন্নাত তরীকা)। আর তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তার কাছেও যাবে না, পুনঃগ্রহণও করবে না।

٢١٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ الاٰيَةَ وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذٰلِكَ فَقَالَ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ الاٰيَةَ.

২১৮৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণকে নিজ গৃহে তিন হায়েয পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে। আর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা বৈধ নহে" (আর এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য হল)ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে ইতিপূর্বে তালাক প্রদান করতো, তখন সে তাকে পুনঃগ্রহণের অধিক হক্‌দার হতো; যদিও সে তাকে তিন তালাক প্রদান করতো। এরপর এ আয়াতটি, পরবর্তী আয়াতের দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "তালাক দু'ধরনের ----- আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" অর্থাৎ ১. তালাকে রিজ'ঈ ঃ এক বা দু'তালাক দেয়ার পর ফেরত নেয়া চলে। ২. তালাকে মুগাল্লাযা ঃ তিন তালাক দেয়ার পর পুনঃগ্রহণ চলে না।

## ١٥٠- بَابٌ فِيْ سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ

### ১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের তালাক প্রদানের নিয়ম

٢١٨٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا حَسَنٍ مَوْلٰى بَنِيْ نَوْفَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِيْ

مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا التَّطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضٰى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

২১৮৫। মুহায়র ইব্ন হারব ..... বনী নাওফলের আযাদকৃত গোলাম আবূ হাসান বলেন, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) কে এমন একজন দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার অধীনে একজন দাসী স্ত্রী ছিল। আর সে তাকে দু'তালাক প্রদান করেছিল। এরপর তারা উভয়েই আযাদ হয়। এমতাবস্থায় দাসটি কি তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে? তিনি বলেন, হাঁ, পারবে। কেননা, এতদ্সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফয়সালা প্রদান করেছেন।

٢١٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا سُفْيَانُ ابْنُ عُمَرَ أَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلاَ إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

২১৮৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্-মুসান্না ..... আলী (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমার জন্য একটি তালাক বাকী ছিল। আর এর জন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন। (অর্থাৎ দাস মুক্ত হওয়ার পর তুমি তিন তালাক পর্যন্ত দেয়ার অধিকারী হয়েছ। এখন বাকী তালাকটি না দিয়ে ফেরত গ্রহণের সুযোগ তোমার রয়েছে)।

٢١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ نَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ قُرُوْءُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَجْهُوْلٌ.

২১৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসঊদ ..... আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হ'ল দু'টি এবং তার ইদ্দতের সময় হ'ল দু'হায়েয পর্যন্ত।

আবূ আসিম ..... আয়েশা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন, তার ইদ্দত হল দু'হায়েয।

## ١٥١- بَابٌ فِي الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

## ১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক

٢١٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَنَا بْنُ الصَّبَّاحِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالاَ نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَطَلاَقَ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَبَيْعَ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ.

২১৮৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে এবং পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীর অধিকারী হওয়া ব্যতীত তালাক হয় না। কোন

দাস-দাসীর মালিক হওয়া ব্যতীত তাদের আযাদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া উহা বিক্রি করা যায় না। রাবী ইব্ন আল্ সাব্বাহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ব্যতীত উহার মান্নত করা যায় না।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ.

২১৮৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ 'আলা ..... আমর ইব্ন শু'আয়ব (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (মুহাম্মাদ) ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেহ কোনরূপ গোনাহের কাজের জন্য শপথ করে, তবে উহা তার জন্য আদায় করা প্রয়োজনীয় নয়, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য শপথ (হলফ) করে, তার শপথও পালনীয় নয়।

٢١٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَلاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيْمَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

২১৯০। ইব্ন আল্ সার্হ ..... আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইব্ন আল্ সার্হ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত সংক্রান্ত মান্নত ছাড়া অপর কোন মান্নতই হয় না।

## ١٥٢- بَابٌ فِى الطَّلاَقِ عَلَى غَيْظٍ

## ১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

٢١٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ أَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ نَا أَبِىْ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ الْحِمْصِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ الَّذِىْ كَانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِىِّ بْنِ أَبِىْ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِىْ إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَطَلاَقَ وَلاَعِتَاقَ فِىْ غِلاَقٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْغِلاَقُ أَظُنُّهُ فِى الْغَضَبِ.

২১৯১। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ আল যুহ্রী ..... মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন আবূ সালিহ (র) হতে বর্ণিত, যিনি (সিরিয়ার) ইলিয়া নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া হতে আদী ইব্ন আদী আল কিন্দীর সাথে বের হই। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে, আমাকে সাফিয়্যা বিন্ত শায়বার নিকট তিনি প্রেরণ করেন। যিনি

আয়েশা (রা) হতে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেন। রাবী বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ গিলাক[১] অবস্থায় কোন তালাক হয় না বা দাস মুক্ত করা যায় না। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আমার ধারণা غلاق অর্থ হল রাগান্বিত অবস্থায় তালাক প্রদান করা।

## ١٥٣- بَابٌ فِى الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ

### ১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক প্রদান

٢١٩٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَّ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ·

২১৯২। আল্ কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তিনটি এমন কাজ আছে, যার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যথা ঃ বিবাহ, তালাক, এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে। (অর্থাৎ হাসি ঠাট্টাস্থলে এরূপ কোনো কাজ করা যায় না)।

## ١٥٤- بَابٌ بَقِيَّةِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

### ১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রদানের পর পুনঃ গ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস

٢١٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ بَعْضُ بَنِىْ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ اَبُوْ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ اُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَاَةً مِّنْ مُّزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا يُغْنِىْ عَنِّىْ اِلاَّ كَمَا يُغْنِىْ هٰذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ اَخَذَتْهَا مِنْ رَّاْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَاَخَذَتِ النَّبِىَّ ﷺ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ اَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُّشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيْدَ وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيْدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ قَالَ رَاجِعْ اِمْرَاَتَكَ اُمَّ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ فَقَالَ اِنِّىْ طَلَّقْتُهَا ثَلٰثًا يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا وَتَلاَ : يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَّعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدِ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ فَرَدَّهَا اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَصَحُّ لِاَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَاَهْلُهُ اَعْلَمُ بِهِ اَنَّ رُكَانَةَ اِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَاحِدَةً ·

---

১. রাগান্বিত বা বল প্রয়োগ। স্ত্রীপক্ষের বল প্রয়োগে রাগান্বিত হয়ে তালাক প্রদান।

২১৯৩। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আব্দ ইয়াযীদ উম্মে রুকানাকে তালাক প্রদান করেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এতদ্শ্রবণে নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদিগকে আহবান করেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত করে সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আব্দ ইয়াযীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে কি মিল খাচ্ছে না? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করীম ﷺ আব্দ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, "হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ..... আব্দ ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে, নবী করীম ﷺ তাকে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

٢١٩٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا إِسْمٰعِيْلُ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ رَادُّهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ اَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوْقَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّاِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ فَلَا اَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَاَتُكَ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّاَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيْعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْاَعْمَشُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوْا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ اَنَّهُ اَجَازَهَا قَالَ وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَّاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَرَوَاهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ هٰذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهَا .

২১৯৪। হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে। তখন তিনি চুপ করে থাকেন, যাতে আমার মনে হয়, তিনি (ইব্ন আব্বাস) তাকে ঐ স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিবেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, তোমাদের কেউ যেন এখান থেকে গমনপূর্বক আহ্মকের মত কাজ না করে এবং বলে, হে ইব্ন আব্বাস! হে ইব্ন আব্বাস! আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দেন।" আর তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো না, কাজেই আমি তোমার জন্য পরিত্রাণের কোনো পথ দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানী করেছ এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার নিকট হতে পৃথক করে দিয়েছ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ঃ " হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে তালাক দিবে।"

আবূ দাউদ, শু'বা, আইউব, ইব্ন জুরায়জ ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীগণ– সকলেই ইব্ন আব্বাস (রা) হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এটাকে তিন তালাক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক প্রদান করবে তাতে এক তালাকই হবে।

٢١٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهٰذَا حَدِيْثُ أَحْمَدَ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوْا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلٰثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ لاَتَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ حِيْنَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَامِرِ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَإِنِّيْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثُمَّ سَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ.

২১৯৫। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস (রা) কে ঐ কুমারী স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাকে তার স্বামী তিন তালাক প্রদান করেছে। এর জবাবে তাঁরা সকলেই বলেন, ঐ স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ দেয়া হয়।

٢١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ نَا أَبُو النُّعْمَانِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ وَكَانَ كَثِيْرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَّ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلٰى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا

جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَّ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ أَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ.

২১৯৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ..... তাউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাহবা নামক জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। একদা সে বলে, আপনি কি ঐ ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করে, একে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে, আবূ বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমার (রা)-এর খিলাফতের যুগে এক তালাক হিসাবে গণ্য করতো? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হাঁ। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করতো; তাঁরা একে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা) উমার (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে, এক তালাক গণ্য করতো। এরপর তিনি (উমার) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিচ্ছে তখন তিনি বলেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তাবে।

٢١٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلٰثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَّ ثَلَاثًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

২১৯৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ ..... একদা আবূ সাহ্‌বা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে, আবূ বাকর (রা)-এর যুগে এবং উমার (রা)-এর খিলাফতের তিন বছর কাল পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হাঁ।

## ١٥٥- بَابٌ فِىْ مَا عَنٰى بِهِ الطَّلَاقَ وَالنِّيَّاتِ

## ১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে শব্দের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা বোঝায় তা এবং নিয়্যাত

٢١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيٰنُ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

২১৯৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... আল্‌কামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল্‌-লায়সী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজের জন্য যে নিয়্যাত করে, তা তদ্রূপ হয়ে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে বা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, এমতাবস্থায় সে যে নিয়্যাতে হিজরত করে, সে তা-ই প্রাপ্ত হবে।

٢١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ وَّكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِّنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَسَاقَ قِصَّةً فِىْ تَبُوْكَ حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَاْتِىْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ اِمْرَاَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَّاذَا اَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَتَقْرَبَنَّهَا فَقُلْتُ لِاِمْرَاَتِى اِلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَكُوْنِىْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ ·

২১৯৯। আহ্মাদ ইব্ন আমর ..... ইব্ন শিহাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন। আর কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিয়ে চলাফেরা করতো। রাবী বলেন, আমি কা'ব ইব্ন মালিককে বলতে শুনেছি। এরপর তাবূকের ঘটনা সম্পর্কে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর যখন পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত আমার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রীর নিকট হতে দূরে অবস্থান করতে বলেছেন। তখন তিনি (কা'ব) জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তাকে তালাক দিব, না কি রাখব? দূত বলেন, না, (তালাক দিবেন না) বরং তার নিকট হতে দূরে থাকুন এবং তার সাথে সহবাস করবেন না। এতদ্শ্রবণে আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তুমি তোমার (পিতার) পরিবারের নিকট গমন করো এবং তাদের সাথে অবস্থান করো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপার সম্পর্কে কোন ফায়সালা প্রদান করেন।

## ١٥٦- بَابٌ فِى الْخِيَارِ

## ১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের এখতিয়ার (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا ·

২২০০। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময় আমাদের তালাকের ইখ্তিয়ার প্রদান করেন। তখন আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং তালাকের ইখ্তিয়ার সম্পর্কে কিছু ঘটেনি। (অর্থাৎ কেউই তালাক গ্রহণ করেননি, বরং নবীজীর স্ত্রী হিসাবে থাকাই পছন্দ করেছেন।

## ١٥٧- بَابٌ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ

## ১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে"

٢٢٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِاَيُّوْبَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ لاَ اِلاَّ شَيْءٌ حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَّوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ

اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ اَيُّوْبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيْرٌ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَطُّ فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ.

২২০১। আল্-হাসান ইব্ন আলী ..... হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইউবকে বলি, তোমরা কি হাসান বর্ণিত ঐ হাদীসটি সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত আছ ঃ তোমার ব্যাপার তোমার হাতে? তিনি বলেন, না। তবে কাতাদা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ ثَلَاثٌ.

২২০২। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, " তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" – এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যাত করলে, তিন তালাক বর্তাবে।

## ١٥٨- بَابُ فِى الْبَتَّةِ

## ১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে) তালাক প্রদান করে

٢٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِىُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ اَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيْدَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ اِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَرَدْتَ اِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ اِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِىْ زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَوَّلُهُ لَفْظُ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

২২০৩। ইব্ন আল্ সারহ্ ..... নাফি' ইব্ন 'উজায়র ইব্ন আবদ ইয়াযীদ ইব্ন রুকানা (রা) হতে বর্ণিত। রুকানা ইব্ন আবদ ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে 'আল্বাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করে। তখন এতদ্সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অবহিত করা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রুকানা বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্বীয় স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক প্রদান করেন উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে।

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ عَبْدِ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ٠

২২০৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনুস ..... রুকানা ইব্‌ন আবদ্ ইয়াযীদ (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللّٰهِ قَالَ آللّٰهِ قَالَ هُوَ عَلٰى مَا أَرَدْتَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيْثُ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِيْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٠

২২০৫। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এর দ্বারা তুমি কী ইরাদা করেছ? তিনি বলেন, এক তালাকের ইরাদা করেছি। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনিও বলেন, আল্লাহ্র শপথ!

## ١٥٩- بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

### ১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ عَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ٠

২২০৬। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের অন্তরে যা উদয় হয়, উহা যতক্ষণ না সে মুখে বলে ও কাজে বাস্তবায়িত করে— তা মার্জনা করেছেন। (অর্থাৎ মুখে কিছু না বলে মনে তালাকের ধারণা পোষণ করলে তালাক হয় না)।

## ١٦٠- بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِىْ

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি!

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ وَنَا أَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَ خَالِدٌ الطَّحَّانُ الْمَعْنٰى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُخْتُكَ هِىَ فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْهُ ٠

২২০৭। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ..... আবূ তামীমা আল্ হুজায়মী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হে আমার ভগ্নি বলে সম্বোধন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কি তোমার (সত্যই) ভগ্নি? তিনি তা অপছন্দ করেন এবং তাকে এরূপ বলতে নিষেধ করেন।

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ نَا أَبُوْ نُعَيْمٍ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَنَهَاهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ تَمِيْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ٠

২২০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ..... আবূ তামীমা (র) তার গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে 'হে আমার ভগ্নি' সম্বোধন করতে শুনে তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন।

٢٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلاَّ ثَلٰثًا ثِنْتَانِ فِىْ ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ إِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ فِىْ أَرْضِ جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فَأَتَى الْجَبَّارُ فَقِيْلَ لَهُ أَنَّهُ نَزَلَ هٰهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِىَ أَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا أُخْتِىْ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ إِنْ هٰذَا سَأَلَنِىْ عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِىْ وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَإِنَّكِ أُخْتِىْ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَلاَتُكَذِّبِيْنِىْ عِنْدَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ٠

২২০৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ মুসান্না ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ) তিনবার (আপাত) মিথ্যা বলেছিলেন। যার দুটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সত্ত্বা সম্পর্কে। যেমনঃ তাঁর কথা ঃ আমি পীড়িত এবং তাঁর কথা ঃ বরং এদের বড়টাই (মূর্তি) তা করেছে। আর তিনি যখন অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে কোন এক অত্যাচারী রাজার এলাকার ভিতর দিয়ে গমন করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (তাঁর স্ত্রী সারা সহ) যখন কোন এক স্থানে অবতরণ করেন; তখন ঐ অত্যাচারী রাজার জনৈক ব্যক্তি সেখানে আসে। এরপর সে তাকে (রাজাকে) গিয়ে বলে, এখানে এক ব্যক্তি এসেছে যার সাথে এক সুন্দরী রমনী আছে। এরপর তিনি বলেন, তখন সে (অত্যাচারী রাজা) তাঁর (ইব্রাহীমের) নিকট একজন অনুচরকে পাঠিয়ে দেয়। তখন তিনি তার নিকট উপস্থিত হলে, সে তাঁর (সারার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে-সে কে? জবাবে তিনি বলেন, সে আমার ভগ্নি। অতঃপর তিনি (ইব্রাহীম) তাঁর (সারার) নিকট ফিরে এসে বলেন, এই ব্যক্তি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে: আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার ভগ্নি। আর অবস্থা এই যে, বর্তমান দুনিয়াতে তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কোন মুসলিম নেই। আর আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী তুমি আমার বোন। কাজেই, আমি তোমার সম্পর্কে তার নিকট মিথ্যা বলেছি–এরূপ মনে করবে না। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটির অনুরূপ হাদীস শু'আয়ব ইব্ন আবূ হাম্যা ---- আবূ হুরায়রা (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। (অর্থাৎ আদম সন্তান হিসেবে সকল মুসলিম স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর ভাই-বোন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহারকে তাওরিয়্যাহ বলে, তা মিথ্যা নয়)।

## ١٦١- بَابُ فِي الظِّهَارِ

## ১৬১. অধ্যায় ঃ যিহার

٢٢١٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ الْبَيَاضِيُّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً اُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءِ مَالاَيُصِيْبُ غَيْرِيْ فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ اِمْرَاَتِيْ شَيْئًا يَّتَابِعُ بِيْ حَتّٰى اُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتّٰى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدِمُنِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ تَكَشَّفَ لِيْ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ اَلْبَثْ اَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ خَرَجْتُ اِلٰى قَوْمِيْ فَاَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوْا مَعِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالُوْا لاَ وَاللهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَنْتَ بِذَاكَ يَاسَلَمَةُ قُلْتُ اَنَا بِذَاكَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَرَّتَيْنِ وَاَنَا صَابِرٌ لِاَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُمْ فِيَّ بِمَا اَرَاكَ اللهُ قَالَ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِيْ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ هَلْ اَصَبْتُ الَّذِيْ اَصَبْتُ اِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ فَاَطْعِمْ وَسْقًا مِّنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَالَنَا طَعَامٌ قَالَ

فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَاطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَبَيَاضَةُ بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ.

২২১০। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... সালামা ইব্ন সাখার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুল 'আলা আল্-বায়াদবী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সক্ষম ছিলাম। আর আমার মতো সহবাসে সামর্থ ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এরপর মাহে রামাযান সমাগত হওয়াতে আমার আশংকা হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারি। তখন আমি তার সাথে যিহার[১] করি এবং এমতাবস্থায় মাহে রমাযান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার খিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায় আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকালবেলা আমি আমার কাওমের লোকদের নিকট গমন করি এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করি– তাদেরকে বলি ঃ তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট চলো। তারা বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তোমার সাথে গমন করব না। তখন আমি একাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাণ্ড করেছ? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এরূপই করেছি এবং তা দু'বার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের প্রতি ধৈর্য্য ধারণকারী। এখন আল্লাহ্ যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারী করুন। তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত করো। আমি বলি, ঐ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নেই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দু'মাস একাধারে রোযা রাখো। সে বলে, রোযার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেরূপ মুসীবতে আবার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খুরমা খাওয়াও। সে বলে, ঐ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে খালি পেটে উপোষ করি, আর আমাদের কোন খাবারই নেই। তিনি বলেন, তুমি বনী যরীক গোত্রের সাদ্কা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট গমন করো, সে তোমাকে খুরমা প্রদান করবে। আর তদ্বারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকি অংশ খাবে। তখন আমি আমার কাওমের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংকীর্ণতা ও খারাপ ব্যবহার পেয়েছি এবং আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উদারতা, ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সাদ্কার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী ইব্নুল 'আলা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন ইদ্রীস বলেছেন, বায়াদা বনী যুরাইক গোত্রের একটি শাখা।

٢٢١١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي

১. যিহার বলা হয়– যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের (পিঠের) মতো অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে যিহার বলে।

اللّٰهَ فَاِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا اِلَى الْفَرْضِ فَقَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَايَجِدُ قَالَ فَيَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَابِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَىْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَاُتِىَ حِيْنَئِذٍ بِعَرَقٍ مِّنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّىْ اُعِيْنُهُ بِعَرَقٍ اٰخَرَ قَالَ قَدْ اَحْسَنْتِ اِذْهَبِىْ فَاَطْعِمِىْ بِهَا عَنْهُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَارْجِعِىْ اِلَى ابْنِ عَمِّكِ قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اِنَّمَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْتَاْمِرَهُ ٠

২২১১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... খুওয়ায়লা বিন্ত মালিক ইব্ন সা'লাবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আমার স্বামী আওস ইব্নুস সামিত (রা) যিহার করে। আমি এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে আমার সাথে বচসা করেন এবং বলেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। এরপর আমার বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, যে তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে ঝগড়া করছে ----- এখান থেকে কাফ্ফারা (প্রদান) পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, সে যেন একটি দাস আযাদ করে। তখন সে (মহিলা) বলে, তার কোন দাস নেই। তিনি বলেন, সে যেন দু'মাস একাধারে রোযা রাখে। সে (মহিলা) বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো খুবই বৃদ্ধ। তার রোযা রাখার সামর্থ নেই। তিনি বলেন, সে যেন ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়ায়। সে (মহিলা) বলে, তার নিকট সাদ্কা (কাফ্ফারা) দেওয়ার মত কিছুই নেই। সে (মহিলা) বলে, সে সময় তাঁর নিকট থলে ভর্তি খুরমা আসে, যাতে এক ইর্ক পরিমাণ খুরমা ছিল। তিনি তা তাকে প্রদান করেন। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাফ্ফারার জন্য দেয় বাকি আরো এক ইর্ক পরিমাণ খুরমা দিতে সে (আমার স্বামী) অপারগ। তিনি বলেন, তুমি খুব ভালই বলেছ। তুমি এর দ্বারাই ষাটজন মিস্কীনকে খাওয়াও এবং তুমি তোমার চাচাত ভাইয়ের নিকট ফিরে যাও। রাবী বলেন, এক ইর্ক হল ষাট সা'য়ের সমান।

٢٢١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ وَالْعِرْقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلٰثِيْنَ صَاعًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ ٠

২২১২। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... ইব্ন ইসহাক (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর মতে ইরক হলো তিরিশ সা'য়ের সমান। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদাম বর্ণিত হাদীসের চেয়ে এ হাদীসে বর্ণিত অভিমতটি অধিক সত্য।

٢٢١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ يَعْنِى الْعِرْقَ زَنْبِيْلاً يَاْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ٠

২২১৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরক এমন একটি থলে, যা পনের সা'য়ের সমান ধারণ করে।

٢٢١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِّنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى اَفْقَرَ مِنِّى وَمِنْ اَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَّمْ يُدْرِكْ اَوْسًا وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَدِيْمُ الْمَوْتِ وَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ.

২২১৪। ইব্ন আল্-সারহ্ ..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে কিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দান করেন, যার পরিমাণ ছিল পনের সা'য়ের মতো। তিনি বলেন, তুমি এটা সাদ্কা করে দাও। তিনি (সালামা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ও আমার পরিবারের চাইতে নিঃস্ব আর কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা খাও।

٢٢١٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ خَوْلَةَ كَانَتْ تَحْتَ اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلاً بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ اِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاَتِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

২২১৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা (রা) আওস ইব্ন সামিতের স্ত্রী ছিল। আর সে ছিল পাগল প্রকৃতির পুরুষ। এমতাবস্থায় পাগ্লামী বৃদ্ধি পাওয়ায়, সে তার স্ত্রী হতে যিহার করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে যিহারের কাফ্ফারার আয়াত নাযিল করেন।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ.

২২১৬। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٢١٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الطَّالَقَانِىُّ نَا سُفْيَانُ نَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ قَالَ رَاَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِى الْقَمَرِ قَالَ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ عَنْكَ.

২২১৭। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল ..... ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর কাফ্ফারা দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে এতদ্সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে ব্যক্তি বলে, চন্দ্রালোকে তার স্ত্রীর উজ্জ্বল পায়ের গোছাদ্বয়। তিনি বলেন, তুমি (যিহারের) কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে অবস্থান কর।

٢٢١٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا إِسْمٰعِيلُ نَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ ·

২২১৮। যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব ..... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে পায়ের গোছার কথা উল্লেখ নেই।

٢٢١٩- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ نَا خَالِدٌ حَدَّثَنِي مُحَلِّمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسٰى يُحَدِّثُ بِهِ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২২১৯। আবূ কামিল ..... ইক্‌রামা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইক্‌রামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ١٦٢- بَابٌ فِي الْخُلْعِ

## ১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ খুল্‌'আ[১] তালাক

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ·

২২২০। সুলায়মান ইব্ন হারব ..... সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, তবে তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ লাভও হারাম হয়ে যায়।

٢٢٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ

১. কোনো স্ত্রীলোক যদি ধন-সম্পদের বিনিময়ে তার স্বামীর নিকট হতে তালাক নেয়, তাকে খুল'আ (خلع) তালাক বলে।

بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيْبَةُ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِكُلِّ مَا اَعْطَانِىْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَاَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِىْ اَهْلِهَا.

২২২১। আল্-কা'নাবী ..... হাবীবা বিন্ত সাহাল আনসারীয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসের স্ত্রী। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের নামায আদায়ের জন্য বের হন। তখন তিনি হাবীবা বিন্ত সাহালকে হালকা অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দরজার নিকট দণ্ডায়মান দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে? সে বলে, আমি হাবীবা বিন্ত সাহাল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কী হয়েছে, এ সময়ে এখানে কেন? সে বলে, সাবিত ইব্ন কায়সের সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সাবিত ইব্ন কায়স, আগমন করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, এ তো হাবীবা বিন্ত সাহাল। এরপর সে যা বলেছিল পুনরায় সব খুলে বলে। হাবীবা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমাকে যা প্রদান করেছে, তা আমার সাথেই আছে। (ফেরত নিতে পারে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাবিত ইব্ন কায়সকে বলেন, তুমি তার নিকট হতে তা গ্রহণ করো। সে (সাবিত) তার নিকট হতে সব গ্রহণ করে এবং হাবীবা তার পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে।

٢٢٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا اَبُوْ عَمْرٍو السَّدُوْسِىُّ الْمَدِيْنِىُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ اِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اَصْدَقْتُهَا حَدِيْقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ.

২২২২। মুহাম্মদ ইব্ন মু'আম্মার ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবা বিন্ত সাহাল (রা) সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন অংগ ভেঙ্গে যায়। সে (হাবীবা) ফজরের নামাযের পর নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মাহরের মাল গ্রহণ করো এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মাহর স্বরূপ দু'টি বাগান প্রদান করেছিলাম এবং সে এখন তার মালিক, নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি তা গ্রহণ করো এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) এরূপই করে।

٢٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّارُ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلًا.

২২২৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইব্ন কায়সের স্ত্রী তার নিকট হতে খুল'আ তালাক গ্রহণ করে। নবী করীম ﷺ তার ইদ্দতের সময় একটি হায়েয নির্দ্ধারণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি ইক্‌রামা (র) নবী করীম ﷺ হতে মুরসাল (হাদীস হিসাবে) বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ·

২২২৪। আল্ কা'নাবী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুল'আ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হলো এক হায়েয মাত্র।

## ١٦٣- بَابُ فِي الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

## ১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত দাসী যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তি বা ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়, তবে তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা

٢٢٢٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اشْفَعْ لِيْ إِلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَابَرِيرَةُ اتَّقِي اللّٰهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَاكَ قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ ·

২২২৫। মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীস একজন ক্রীতদাস ছিল (আর সে ছিল বুরায়রার স্বামী) সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাকে (বুরায়রাকে) আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, হে বুরায়রা! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর সে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানদের পিতা (কাজেই তোমার জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হবে না)। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে তার সাথে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন, না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী। এ সময় মুগীসের অশ্রু গড়িয়ে তার গন্ডদেশে পড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেন, তুমি কি বুরায়রার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বুরায়রার ক্রোধ দেখে আশ্চর্য হবে না?

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ·

২২২৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুরায়রার স্বামী ছিল একজন হাব্‌শী ক্রীতদাস, যার নাম ছিল মুগীস। নবী করীম ﷺ তাকে (বুরায়রাকে) তার স্বামীকে পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার প্রদান করেন এবং তাকে ইদ্দত গণনার নির্দেশ দেন।

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ·

২২২৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... (রা) বুরায়রার ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। নবী করীম ﷺ তাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেন। সে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে (বুরায়রার স্বামী) স্বাধীন হতো, তবে তার ইখতিয়ার থাকত না।

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ وَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ·

২২২৮। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বুরায়রাকে ইখতিয়ার (ইচ্ছাধিকার) প্রদান করেন; এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস।

## ١٦٤ - بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

## ১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, (মুগীস) স্বাধীন ছিল

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ حُرًّا حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَاِنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ مَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُ وَاِنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا ·

২২২৯। ইব্‌ন কাসীর ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুরায়রার স্বামী (মুগীস) স্বাধীন ব্যক্তি ছিল, যখন সেও মুক্ত হয়। আর তাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করা হলে সে বলে, আমি তার (স্বামীর) সাথে থাকতে পছন্দ করি না। আর আমার অসুবিধা এরূপ, সেরূপ।

## ١٦٥- بَابُ حَتَّى مَتٰى يَكُوْنُ لَهَا الْخِيَارُ

## ১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা

٢٢٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَعَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ اُعْتِقَتْ وَهِىَ عِنْدَ مُغِيْثٍ عَبْدِ لِاٰلِ اَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا اِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ ·

২২৩০। আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বুরায়রা সে সময় মুক্ত হয়, যখন সে আবূ আহ্‌মাদ গোত্রের ক্রীতদাস মুগীসের স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করে বলেন, এখন যদি সে তোমার সাথে সহবাস করে, তবে তোমার ইখ্‌তিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

## ١٦٦- بَابٌ فِى الْمَمْلُوْكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَاَتُهُ

## ১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর ইখ্‌তিয়ার

٢٢٣١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ زُهَيْرٌ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوْكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَبْدَاَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ قَالَ نَصْرٌ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ·

২২৩১। যুহায়র ইব্‌ন হারব ও নাসর ইব্‌ন আলী..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর দু'জন দাস-দাসীকে আযাদ করতে ইরাদা করেন, যারা পরস্পরে বিবাহিত ছিল। রাবী (কাসিম) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাঁকে প্রথমে দাস (পুরুষ)-কে ও পরে দাসীকে আযাদ করার নির্দেশ দেন। (কারণ প্রথমে দাসীকে মুক্ত করা হলে দাসের সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার সে হয়ত প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করলে এ আশংকা থাকে না)।

## ١٦٧- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

## ১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবূল করে

٢٢٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ.

২২৩২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে প্রথমে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, পরে তার স্ত্রীও ইসলাম কবূল করে। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমার সাথেই ইসলাম কবূল করেছে। তিনি তাকে (স্ত্রীকে) তার নিকট ফিরিয়ে দেন।

٢٢٣٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.

২২৩৩। নাস্‌র ইব্‌ন আলী..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে জনৈকা মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে (মদীনাতে) একজনকে বিবাহ করে। এরপর তার (পূর্বের) স্বামী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ইসলাম কবূল করেছি। আর আপনি আমার ইসলাম কবূল করা সম্পর্কে অবহিত আছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত মহিলাকে, তার পরবর্তী স্বামীর নিকট হতে নিয়ে প্রথম স্বামীর নিকট প্রদান করেন।

## ١٦٨- بَابُ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

## ১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর যদি স্বামীও ইসলাম কবূল করে, এমতাবস্থায় কতদিন পরে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে

٢٢٣٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى اَبِى الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْاَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِى حَدِيْثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ بَعْدَ سِنِيْنَ ·

২২৩৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল্ নুফায়লী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যায়নাবকে (তার স্বামী) আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের সূত্রে ফিরিয়ে দেন এবং এ জন্য নতুন কোন মাহর ধার্য করেননি। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র তাঁর হাদীসে বলেন, (এ প্রত্যর্পণ ছিল) ছয় বছর পর। তবে হাসান ইব্ন আলী (রা) বলেন, দু'বছর পর (ঐ পর্যন্ত যায়নাবের অপর কোন বিবাহ হয়নি)।

## ١٦٩- بَابُ فِيْمَنْ اَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعٍ

## ১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ ح وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حَمِيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنُ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبٌ الْاَسَدِىُّ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَحَدَّثَنَا بِهِ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هُشَيْمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ هٰذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِىْ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ ·

২২৩৫। মুসাদ্দাদ ..... ওয়াহ্ব আল্-আসাদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবূল করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ কে অবহিত করলে তিনি বলেন, তুমি এদের মধ্যে চারজনকে গ্রহণ করো।

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَاضِى الْكُوْفَةِ عَنْ عِيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حَمِيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ ·

২২৩৬। আহ্মাদ ইব্রাহীম ..... কায়স ইব্ন আল্-হারিস (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ قَالَ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ ·

২২৩৭। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন..... আল্ যিহাক ইব্ন ফায়রূয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইসলাম কবূল করেছি এবং দুই বোন একই সংগে আমার স্ত্রী হিসাবে আছে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যাকে খুশি তুমি তালাক প্রদান করো।

## ١٧٠- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ لِمَنْ يَكُوْنُ الْوَلَدُ

### ১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম কবূল করে, তখন সন্তান কার হবে

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيْسٰى ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتِ إِبْنَتِيْ وَهِيَ فَطِيْمٌ أَوْ شِبْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ إِبْنَتِيْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أُقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا أُقْعُدِيْ نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلٰى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلٰى أَبِيْهَا فَأَخَذَهَا ·

২২৩৮। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ..... আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদা রাফি' ইব্ন সিনান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবূল করতে অস্বীকার করে। তখন সে (তার স্ত্রী) নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে বলে, সে আমার কন্যা সন্তান! আর সে আমারই মতো। অপর পক্ষে রাফি' দাবি করেন, সে আমার কন্যা! নবী করীম ﷺ তাকে এক পার্শ্বে এবং তার স্ত্রীকে অপরপার্শ্বে বসতে বলেন এবং কন্যা সন্তানটিকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন তোমরা উভয়ে তাকে আহবান করো। কন্যাটি তার মাতার প্রতি আকৃষ্ট হলে, নবী করীম ﷺ বলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি একে (কন্যাকে) হিদায়াত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি') তাকে গ্রহণ করে।

## ١٧١- بَابُ فِي اللِّعَانِ

### ১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ লি'আন[১]

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمَرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلٰى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ

১. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে এবং এর অনুকূলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে সূরা নূর-এ বর্ণিত বিশেষ পন্থায় পাঁচবার হলফ করতে হয়। আইনের পরিভাষায় একে লি'আন (لعان) বলে।

كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِىْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِىْ حَتّٰى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى أَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِىْ صَاحِبَتِكَ قُرْاٰنٌ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ·

২২৩৯। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল কা'নাবী..... ইব্ন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী তাকে খবর দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইব্ন আশ্কার আল্-আজলানী আসিম ইব্ন আদীর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস্ (বদলা) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে নাকি করবে না? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটু জিজ্ঞাসা করো। আসিম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে দোষারোপ করেন। এমনকি আসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। এরপর আসিম তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট গমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আগমন করোনি। আমি ঐ মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতদ্শ্রবণে উওয়াইমের বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তার (মহিলার) সম্পর্কে এ প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না। উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট গমন করেন, যখন তিনি মানুষের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অপরিচিত কোনো লোক পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস্ হিসাবে হত্যা করবেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাযিল করেছেন। তুমি যাও এবং তাকে (স্ত্রীকে) নিয়ে এসো। রাবী সাহ্ল বলেন, তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যভিচারের দোষারোপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তারপর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারোপ করা হতে বিরত হয়, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্যুক প্রতিপন্ন হবো। উওয়াইমের নবী করীম ﷺ -এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (স্ত্রীকে) তিন তালাক প্রদান করেন। রাবী ইব্ন শিহাব বলেন, আর তাদের মধ্যকার এ বিচ্ছেদ, শপথ করে ব্যভিচারের অপবাদদানকারীদের জন্য সুন্নাত স্বরূপ হয়ে যায়। (কারণ এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৌন সম্মতি ছিল)।

٢٢٤٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِعَامِرِ بْنِ عَدِىٍّ أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتّٰى تَلِدَ ·

২২৪০। আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া..... আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আসিম ইব্‌ন আদীকে বলেন, তুমি তাকে (উওয়াইমেরের স্ত্রীকে) তোমার নিকট রাখ, যতদিন না সে সন্তান প্রসব করে।

٢٢٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ٠

২২৪১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ আল্ সাঈদী বলেন, তাদের (উওয়াইমের ও তার স্ত্রীর) লি'আনের বিষয়টি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করা হয়, তখন আমি পনর বছরের যুবক ছিলাম। এরপর (রাবী ইউনুস বর্ণিত) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইউনুস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তার গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পায়। আর যে সন্তান সে প্রসব করে তাকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, (পিতার সাথে নয়)।

٢٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ أَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ ٠

২২৪২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ (র) হতে, লি'আন সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সব কিছু শ্রবণের পর ইরশাদ করেন, উক্ত মহিলার দিকে তোমরা দৃষ্টি রাখ; যদি সে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে ও রানে অধিক মাংসবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমার ধারণা সে (উওয়াইমের) সত্যবাদী। আর যদি সে (মহিলা) লাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, যেন সে তারই অংশ; তবে আমার ধারণায় সে (উওয়াইমের) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে। তিনি (সাহ্‌ল) বলেন, এরপর সে এমন সন্তান প্রসব করে, যাতে উওয়াইমের সত্যবাদী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়, (এবং সে মহিলা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়)।

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ ٠

২২৪৩। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ আল সাঈদী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহরী (র) বলেন, এরপর সে সন্তানকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকা হতো।

٢٢٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَاصُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هٰذَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا ٠

২২৪৪। আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন সারহ্ ..... সাহ্ল ইব্ন সা'আদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (ইয়ায) বলেন, তখন সে (উওয়াইমের) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখেই তিন তালাক প্রদান করে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তালাক হিসাবে গণ্য করেন। আর সে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এরূপ করাতে তা সুন্নাতরূপে পরিগণিত হয়। রাবী সাহ্ল বলেন, তা (লি'আনের ব্যাপারটি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হওয়াতে পরবর্তীকালে তা পরস্পর ব্যাভিচারের দোষারোপকারীদের জন্য সুন্নাত হিসাবে পরিণত হয় যে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং আর কখনও তাদেরকে একত্রিত করা যাবে না।

٢٢٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تَلاَعَنَا وَتَمَّ حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ اَحَدٌ عَلٰى اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ٠

২২৪৫। মুসাদ্দাদ সূত্রে মিলিত সনদে ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। রাবী মুসাদ্দাদ তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহ্ল) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে দু'জন পরস্পর অভিসম্পাত ও দোষারোপকারীর ব্যাপারটা যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনর বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও যিনার দোষারোপ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরূপে মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। আর অন্যের (সাহ্লের) বর্ণনা এই যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে দেখেন। তখন ঐ ব্যক্তি (উওয়াইমের) বলেন, যদি আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে লোকদের নিকট আমি মিথ্যাবাদী বিবেচিত হব। তবে কোনো কোনো শায়খ, عَلَيْهَا শব্দটির উল্লেখ করেননি।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَاَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيْرَاثِ اَنْ يَّرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ٠

২২৪৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল্ উতাকী ..... সাহ্ল ইব্ন সা'আদ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর সে (মহিলা) ছিল গর্ভবতী, যা সে অপছন্দ করতো। আর তার ভূমিষ্ট সন্তানকে, তার (মহিলার) দিকেই সম্পর্কিত করা হতো। এরপর মীরাসে (উত্তরাধিকার আইনে) এটা সুন্নাত হিসেবে নির্দ্ধারিত হয় যে, সে সন্তান তার মায়ের সম্পত্তির এবং মাতা তার (সন্তানের) সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর তা ঐ হিসেবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন।

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنَا لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللهِ لَأَسْئَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ هَذِهِ الْآيَةَ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَهْ فَأَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ٠

২২৪৭। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর রাতে আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে জনৈক আনসার প্রবেশ করে এবং বলে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অবৈধ কর্মে লিপ্ত দেখে, এরপর সে তা ব্যক্ত করে, তবে এজন্য কি তোমরা তাকে (মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে) তার উপর হদ্ (শারী'আতের শাস্তি বিধান) প্রয়োগ করবে? অথবা তাকে (যিনকারীকে) হত্যা করার অভিযোগে, তাকেও হত্যা করবে? আর যদি সে এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করব। পরদিন সকালে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে অবৈধ কাজে (যিনায়) লিপ্ত অবস্থায় দেখে, আর সে যদি এ সম্পর্কে কিছু বলে, তখন কি তাকে (মিথ্যা দোষারোপ করার অভিযোগে) শাস্তি দেওয়া হবে? অথবা সে যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যার অভিযোগে কিসাস্ হিসাবে কি তাকেও হত্যা করা হবে? আর সে যদি এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যাপারে কী হুকুম, তা আমাকে জ্ঞাত করুন। এরূপ তিনি দু'আ করতে থাকেন। তখন লি'আন সম্পর্কীয় আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষ্যদাতা না থাকে"..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন লোকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করা হয়। সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয় এবং একে অপরকে হলফ করিয়ে দোষারোপ করে অভিসম্পাত দিতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি চারবার আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে, সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, এরপর পঞ্চমবারে সে নিজের উপরই অভিসম্পাত করে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। রাবী বলেন, এরপর সেই মহিলা শপথ করে অভিসম্পাত করতে গেলে, নবী করীম ﷺ তাকে ধমক দিয়ে তা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু সে তা মানতে অস্বীকার করে এবং অভিসম্পাত করে। এরপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, তখন তিনি বলেন ঃ অবশ্যই সে একটি কৃষ্ণকায় স্থূলদেহী সন্তান প্রসব করবে। (কারণ, যার সাথে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে এ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে; তার দৈহিক রূপ ও আকার এরূপ ছিল)।

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَّالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ قَرَأَ حَتَّى بَلَغَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَقَالُوْا لَهَا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلاَ مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيْثُ هِلاَلٍ ·

২২৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্ন উমাইয়্যা, তার স্ত্রীর সাথে শুরায়ক ইব্ন সাহ্মার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তুমি এ সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করো, নতুবা তোমার উপর হদ্ কায়েম করা হবে। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন আমাদের কেউ স্বচক্ষে তার স্ত্রীকে এরূপ অবৈধ কাজে লিপ্ত দেখে, সেখানেও কি সাক্ষীর প্রয়োজন? নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তুমি সাক্ষী পেশ করো, নতুবা মিথ্যা দোষারোপের অভিযোগে তোমার উপর হদ্ (শাস্তি) কায়েম করা হবে। হিলাল (রা) বলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমার ব্যাপারে এমন আয়াত নাযিল করবেন, যা আমার পৃষ্ঠকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা তাদের স্ত্রীদের উপর যিনার দোষারোপ করে, এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষী না থাকে– হতে صَادِقِيْنَ (বা তারাই সত্যবাদী) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। নবী করীম ﷺ প্রত্যাবর্তন করেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে তাদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, হিলাল ইব্ন উমায়্যা দণ্ডায়মান হন এবং সাক্ষ্য প্রদান করেন। নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্-ই অবগত, নিশ্চয় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছ কি? সে যখন পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্র গযব (অভিসম্পাত), যদি

সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তখন তারা তাকে (মহিলাকে) পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের পরিণতি হিসাবে সতর্ক করে বলেন, অবশ্যই এটা আল্লাহ্‌র গযবকে নির্দিষ্ট করবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাতে আমরা ধারণা করি যে, নিশ্চয় সে এহেন অভিশাপের সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলে, না আমি আমার বংশের কলঙ্ক হব না। সে মহিলা শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করে। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। যদি সে সুরমারঞ্জিত ভ্রু এবং স্থূলগোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শুরায়ক ইব্‌ন সাহমের ঔরসজাত সন্তান। সে মহিলা অদ্রূপ সন্তান প্রসব করলে নবী করীম ﷺ বলেন ঃ যদি এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কুরআনের নির্দেশ না আসত, তবে আমার ও তার (মহিলার) মধ্যকার ফায়সালার ব্যাপারটি সংকটজনক হতো।

٢٢٤٩- حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً حِيْنَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُوْلُ إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

২২৪৯। মুখাল্লাদ ইব্‌ন খালিদ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ প্রদান করেন, যখন তিনি পরস্পর অভিসম্পাতকারীদ্বয়কে পরস্পর অভিসম্পাত করার জন্য বলেছিলেন, যেন অভিসম্পাতকারী পঞ্চমবার অভিসম্পাত করার সময় তার মুখে হাত রেখে বলে ঃ নিশ্চয় এতে (সে মিথ্যাবাদী হলে) শাস্তি অবধারিত হবে।[১]

٢٢٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ جِئْتُ أَهْلِيْ عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ الآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبْشِرْ يَاهِلاَلُ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا قَالَ هِلاَلٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ ذَاكَ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسِلُوْا إِلَيْهَا فَجَاءَتْ فَتَلاَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

১. লি'আন শব্দটি লা'নত (অর্থাৎ অভিসম্পাত) হতে উদ্ভূত। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে সাক্ষী প্রমাণ না থাকলে নিজের সাক্ষী নিজেই শপথ করে প্রদান করতে হয়। এর বিধান হল ঃ প্রত্যেকে প্রথমে চারবার শপথ করে নিজে সত্য বলার সাফাই সাক্ষ্য দিবে আর পঞ্চমবারে শপথ করে বলবে যে, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে যেন আমার উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়। এরূপে উভয়ের সাফাই সাক্ষ্য প্রদানের পর আপনাআপনি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিচারককে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দান করতে হয়। অন্যথায় অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করলে ও সাফাই সাক্ষ্য দানে বিরত থাকলে সে শরী'আতের বিধান মতে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। অপরাধের মাত্রানুপাতে শাস্তির বিধানকে শরী'আতের পরিভাষায় হদ حد বলা হয়।

وَذَكَّرَهُمَا وَاَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلَالٌ وَّاللّٰهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاعِنُوْا بَيْنَهُمَا فَقِيْلَ لِهِلَالٍ اَشْهَدْ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيْلَ يَاهِلَالُ اِتَّقِ اللّٰهَ فَاِنَّ عِقَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِىْ تُوْجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَايُعَذِّبُنِىْ اللّٰهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِىْ عَلَيْهَا فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ قِيْلَ لَهَا اشْهَدِىْ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهَا مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيْلَ لَهَا اتَّقِى اللّٰهَ فَاِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِىْ تُوْجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ فَتَلَكَّاَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَا اَفْضَحُ قَوْمِىْ فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَضٰى اَنْ لَّايُدْعٰى وَلَدُهَا لِاَبٍ وَلَاتُرْمٰى وَلَدُهَا وَمَنْ رَّمَاهَا اَوْ رَمٰى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضٰى اَنْ لَّابَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَاقُوْتَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُمَا يُتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَامُتَوَفّٰى عَنْهَا وَقَالَ اِنْ جَاءَتْ بِهِ اُصَيْهِبَ اُرَيْصِحَ اَثَيْبِجَ خُمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَوْرَقَ جَعْدًا جَمَالِيًّا خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْاِلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِىْ رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ اَوْرَقَ جَعْدًا جَمَالِيًّا خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْاِلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا الْاَيْمَانُ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَاْنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمِيْرًا عَلٰى مُضَرَ وَمَايُدْعٰى لِاَبٍ ۰

২২৫০। আল্-হাসান ইব্ন আলী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্ন উমাইয়্যা, যিনি ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন, (যারা অকারণে তাবুক যুদ্ধে গমন করেননি, যার ফলে আপরাধী সাব্যস্ত হন এবং কান্নাকাটির পর) আল্লাহ্ তাঁদের তাওবা কবূল করেন। একদা তিনি তার খামার হতে রাতে প্রত্যাবর্তনের পর তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে (শুরায়ক ইব্ন সাহ্মাকে) যিনায় লিপ্ত দেখতে পান এবং তাঁর দু'কর্ণে তাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি এতদ্সত্ত্বেও কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাতযাপন করেন। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাতে আমার স্ত্রীর নিকট গমনপূর্বক তার সাথে এক ব্যক্তিকে (ব্যভিচারে লিপ্তাবস্থায়) আমার স্বচক্ষে অবলোকন করি এবং তার কথাও আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিকট ইহা খুবই গুরুতর মনে হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এ ব্যাপারে (স্ত্রীর ব্যভিচারের) তাদের কোন সাক্ষী থাকে না নিজে ব্যতীত"– আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। আর ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন সময়ের কাঠিন্যতা প্রকাশ পায়। এরপর তিনি বলেন ঃ হে হিলাল! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ব্যাপারে স্বস্তির বিধান জারি করেছেন। তখন হিলাল (রা) বলেন, আমি আমার রবের নিকট এ রকম কিছুর প্রত্যাশা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তাকে এখানে নিয়ে এসো!

তখন সে (হিলালের স্ত্রী) সেখানে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (উভয়ের) সম্মুখে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, আখিরাতের আযাব দুনিয়ার আযাবের চাইতে ভয়াবহ। হিলাল (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে যা বলেছি, সত্য বলেছি। তার স্ত্রী বলে, সে মিথ্যা বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন, তোমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে লি'আন করতে বল। হিলালকে বলা হয়, তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর। তিনি আল্লাহ্র শপথপূর্বক চারবার বলেন যে, তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি পঞ্চমবারের জন্য সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হলে তাঁকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো। কেননা, আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এ সাক্ষ্য (পঞ্চমবারের) তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে (যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি আমাকে এর জন্য শাস্তি প্রদান করবেন না, যেমন তিনি তার সম্পর্কে বলাতে আমাকে শাস্তি প্রদান করেননি। অতঃপর তিনি পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলেন, যদি সে (নিজে) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত (যেন বর্ষিত হয়)। এরপর তার স্ত্রীকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলা হলে, সে চারবার আল্লাহ্র নামে এরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করে যে, সে (তার স্বামী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে পঞ্চমবার শপথবাক্য উচ্চারণের জন্য প্রস্তুত হলে তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো এবং (জেনে রেখো) আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এটা তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে। এতদ্শ্রবণে সে ক্ষণকালের জন্য থেমে যায় এবং পরে বলে, আমি আমার কাওমের লোকদের হেয় করব না। এরপর সে পঞ্চমবারের মতো সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্র গযব (যেন নাযিল হয়), যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং ফায়সালা দেন যে, তার গর্ভস্থিত সন্তানকে যেন তার পিতার সাথে সম্পর্কিত না করা হয়। আর সেই মহিলাকে যেন যিনাকারী হিসেবে এবং তার সন্তানকে যেন ব্যভিচারের ফসল হিসেবে আখ্যায়িত না করা হয়। আর যে ব্যক্তি তাকে (মহিলাকে) ব্যভিচারীর দোষারোপ করবে অথবা তার সন্তানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করবে তার উপর হদ্ (শরী'আতের শাস্তির বিধান) জারি করা হবে। আর তিনি এরূপ সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করেন যে, তার উপর (স্বামীর) ঐ মহিলার থাকার জন্য এবং ভরণ পোষণের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা, তারা তালাক ব্যতীত উভয়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর সে (স্বামী) তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না। এরপর তিনি বলেন ঃ সে যদি স্থূল (পায়ের) গোছা বিশিষ্ট, লাল চুল বিশিষ্ট (যার উপরিভাগ কালো) এবং হালকা পাতলা গড়নের সন্তান প্রসব করে তবে তা হবে হিলালের সন্তান। অপর পক্ষে, সে যদি স্বাস্থ্যবান, মোটাতাজা সন্তান প্রসব করে, তবে তা তার গর্ভজাত সন্তান হবে, যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। সে (মহিলা) মোটাতাজা, স্বাস্থ্যবান একটি সন্তান প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি সে আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য প্রদান না করতো, তবে তার ও আমার মধ্যকার ফায়সালার ব্যাপারটি অন্যরকম হতো। রাবী ইক্রামা বলেন, পরবর্তীকালে সে (সন্তান) মুদের গোত্রের আমীর হয়। কিন্তু তাকে তার পিতার সাথে সম্পর্কিত করা হতো না।

٢٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَالِىْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ لَكَ ·

banglainternet.com

২২৫১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যভিচারের পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের হিসাব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। আর অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। আর তোমার তার (স্ত্রীর) উপর কোন অধিকার নেই। তখন সে (স্বামী) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রদত্ত মালের (মাহর) বিষয় কী? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্য কথাও বলে থাকো, তবুও তোমার দেয় মাল (মাহর) তুমি ফেরত পাবে না। আর তা এজন্য যে, তুমি তার যৌনাংগ এর বিনিময়ে হালাল করেছিলে। আর যদি তুমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলে থাকো তবে তো এ সম্পর্কে কোন কথাই ওঠতে পারে না।

٢٢٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ اِمْرَاَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِى الْعِجْلَانِ وَقَالَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ يُرَدِّدُهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ٠

২২৫২। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা) কে বলি, যদি কেউ তার স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে কি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী আজলান গোত্রস্থিত আমার ভাই ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সবই অবগত। তবে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছ কি? এরূপ তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। এরপর তারা উভয়েই এরূপ করতে অস্বীকার করলে, তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَاَتَهُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ ٠

২২৫৩। আল্ কা'নাবী..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে লি'আন করে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে স্থির করেন।

## ١٧٢- بَابُ اِذَا شَكَّ فِى الْوَلَدِ

## ১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা

٢٢٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا

أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تَرَاهُ قَالَ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ٠

২২৫৪। ইব্‌ন আবূ খাল্‌ফ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনূ ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণের একটি সন্তান প্রসব করেছে (যাকে আমার সন্তান হিসেবে আমি অস্বীকার ও সন্দেহ করি)। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি কোন উট আছে? সে বলে, হাঁ, আছে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এর রং কিরূপ? সে বলে, প্রায় লাল বর্ণের। তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, এর মধ্যে কাল রংয়ের কিছু পশম আছে কি? সে বলে, হাঁ, এর দেহে অনেক কাল পশমও আছে। তিনি বলেন, আচ্ছা তা কোথা হতে এল? সে বলে, হয়ত তা তার বংশের কারণে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এ সন্তানও হয়ত তার আসল বংশের প্রভাবে এরূপ হয়েছে।

٢٢٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَّنْفِيَهُ ٠

২২৫৫। হাসান ইব্‌ন আলী ..... ইমাম যুহরী (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মার অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি তখনও তার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّيْ أُنْكِرُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٠

২২৫৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এসে বলে, আমার স্ত্রী একটি কাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে, আর আমি তাকে অস্বীকার করি (যে, সে আমার ঔরসজাত নয়)। এরপর রাবী ইউনুস, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ١٧٣- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي الْإِنْتِفَاءِ

## ১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঔরসজাত সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতির ভয়ংকর পরিণতি

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَنْ يُّدْخِلَهَا اللهُ الْجَنَّةَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ تَعَالٰى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ ٠

২২৫৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যখন পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ যে স্ত্রীলোক কোন কাওমের মধ্যে প্রবেশ করায় (এমন সন্তান) যা তাদের নয়; (অর্থাৎ অন্যের সাথে ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়); সে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হবে না এবং আল্লাহ্ তাকে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে ব্যক্তি তার ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করে, অথচ সে (সন্তান) তার দিকেই চেয়ে থাকে; আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন এবং তাকে (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপর সমস্ত মাখ্‌লূকের সম্মুখে অপমানিত করবেন।

## ١٧٤- بَابٌ فِيْ إِدِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

### ১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ জারজ সন্তানের দাবি

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ يَعْنِيْ ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَامُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِّنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ ٠

২২৫৮। ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলামের মধ্যে ব্যভিচারের কোন স্থান নেই। জাহিলিয়াতের যুগে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, এর ফলে সৃষ্ট সন্তানেরা তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে। যে ব্যক্তি ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট সন্তানের দাবি করবে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং সে সন্তানও তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى إِنَّ كُلَّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيْهِ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضٰى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِّمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَّمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُو الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَّمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِّنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ ٠

২২৫৯। শায়বান্ ইব্‌ন ফাররূখ ..... 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ফায়সালা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী, তার পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যাকে সে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করে। আর তিনি

এরূপ ফায়সালাও করতেন, যে ব্যক্তির কোন দাসীর গর্ভে সন্তান লাভ করবে, সে তার (সন্তানের) মালিক হবে তার সাথে সহবাসের দিন হতে। আর সে তারই সাথে সম্পর্কিত হবে, যদি সে তাকে জীবিতাবস্থায় অস্বীকার না করে। (আর যদি তাকে অস্বীকার করে) এমতাবস্থায় সে তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। আর বণ্টনের পূর্বে সে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, তা তারই প্রাপ্য। আর সে (সন্তান) যার সাথে সম্পর্কিত হয়, সে যদি তাকে (সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে তবে সে তার সম্পত্তি পাবে না। আর যদি সে সন্তান কোন দাসীর হয়, যার সে মালিক নয় অথবা কোন স্বাধীন স্ত্রীলোকের, যার সাথে সে যিনা করে; এমতাবস্থায় সে তার ওয়ারিস হবে না এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদও পাবে না। আর যাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, আর সেও সম্পর্কিত হয়–সে ব্যভিচারের ফলে সৃষ্ট (সন্তান), চাই সে দাসীর গর্ভেই হোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোকের গর্ভে।

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى.

২২৬০। মাহ্মূদ ইব্ন খালিদ..... মুহাম্মাদ ইব্ন রাশেদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী খালিদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট মায়ের সন্তান হবে, চাই সে দাসী হোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোক। আর এরূপ নির্দেশ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর ইসলাম-পূর্বে যে মাল বণ্টিত হয়েছে, তা তো গত হয়ে গেছে।

## ١٧٥- بَابٌ فِي الْقَافَةِ

## ১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ রেখা বিশেষজ্ঞ

٢٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عُثْمَانُ تُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ إِنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَزَيْدٌ أَبْيَضَ.

২২৬১। মুসাদ্দাদ.... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করেন, রাবী মুসাদ্দাদ ও ইব্ন সারহ্ বলেন, সন্তুষ্টচিত্তে। রাবী উসমান বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির আভা প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি দেখনি, মুজরায মুদলেজী দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসামা (রা) তাদের মস্তক চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এ পাগুলো, একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।) ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, উসামা (রা) ছিলেন কালো আর যায়িদ (রা) ছিলেন গৌর বর্ণের।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ.

২২৬২। কুতায়বা ..... ইব্ন শিহাব হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ ছিল।

٢٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ الأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ وَنَوَاجِذُهُ.

২২৬৩। মুসাদ্দাদ ..... যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইয়ামান হতে জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং বলে, ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আলী (রা) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি সন্তানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুহুরে[১] উপগত হয়। তিনি (আলী রা) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বলেন, এ সন্তানটি এ (তৃতীয়) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চিৎকার করে ওঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তাহলে সন্তানটি তোমাদের দু'জনের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (আলী রা) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করব। আর লটারীতে যার নাম ওঠবে, সে সন্তানের পিতা সাব্যস্ত হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দু' ব্যক্তির জন্য দু' তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করতে হবে। এরপর তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সন্তান প্রদান করেন। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত জোরে হেসে ওঠেন যে, তাঁর সম্মুখের ও এর পার্শ্ববর্তী দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়।

٢٢٦٤- حَدَّثَنَا حَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالاَ لاَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

banglainternet.com

১. দুই হায়যের মধ্যবর্তী সময়কে এক 'তুহুর' বা পবিত্রকাল বলা হয়।

২২৬৪। হাশীশ্ ইব্ন আসরাম..... যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রা)-এর নিকট ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আগমন করে, যারা একই তুহ্রের মধ্যে জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে। তিনি তাদের দু'জনকে বলেন, আমি এ সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নির্দ্ধারিত করেছি। তারা উভয়ে তা মানতে অস্বীকার করে, বরং তারা সকলে তাকে স্বীয় ঔরসজাত সন্তান হিসেবে দাবি করে। তিনি বলেন, তবে তা তোমাদের দু'জনের সন্তান। তারা এ-ও মানতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন। এরপর লটারীতে যার নাম আসে, তিনি সে সন্তানকে তার জন্য নির্দ্ধারিত করেন এবং সে ব্যক্তির উপর দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধার্য করেন। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি এত জোরে হাসেন যে, তাঁর সম্মুখদিকের দন্তরাজি দেখা যায়।

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْخَلِيْلِ اَوْ اِبْنِ الْخَلِيْلِ قَالَ اُتِىَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ اِمْرَاَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلٰثَةٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلاَ النَّبِىَّ ﷺ وَلاَ قَوْلَهُ طِيْبًا بِالْوَلَدِ.

২২৬৫। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয..... খলীল অথবা ইব্ন খলীল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-র নিকট একটি স্ত্রীলোকের ব্যাপার পেশ করা হয়, যে তিনজন পুরুষের সাথে সহবাসের ফলে সন্তান প্রসব করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইয়ামান ও নবী করীম ﷺ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি এবং তিনি طيبا بالولد শব্দটিরও উল্লেখ করেননি।

## ١٧٦- بَابٌ فِىْ وُجُوْهِ النِّكَاحِ الَّتِىْ كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

## ১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اٰخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لِاِمْرَاَتِهِ اِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا اَرْسِلِىْ اِلٰى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِىْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا اَبَدًا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِىْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَاِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا اِنْ اَحَبَّ وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِىْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمّٰى نِكَاحَ الْاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ اٰخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَاِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ يَمْتَنِعَ حَتّٰى

يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا فَتَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَافُلَانُ فَتُسَمِّىْ مَنْ اَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ لاَتَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَاكُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى اَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا لِمَنْ اَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَاِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ اَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِىْ يَرَوْنَ بِالْقَافَةِ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَيَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ هَدَمَ نِكَاحَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ اِلاَّ نِكَاحَ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ الْيَوْمَ ٠

২২৬৬। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে চার প্রকারের বিবাহ চালু ছিল। এর মধ্যে এক ধরনের বিবাহ এরূপ ছিল, যেমন আজকালের বিবাহ। বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ পাত্রীর পুরুষ অভিভাবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতো। এরপর সে এর মাহ্র নির্দ্ধারণ করতো এবং পরে তাকে (স্ত্রীলোককে) মাহ্র দিয়ে বিবাহ করতো। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বলত, যখন তুমি তোমার হায়য হতে পবিত্র হবে, তখন তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গমন করে তার সাথে সহবাস করবে। এ সময় তার স্বামী তার নিকট হতে দূরে সরে থাকত, যতক্ষণ না সে ঐ ব্যক্তির সাথে সহবাসের ফলে সন্তান-সম্ভবা হতো, ততক্ষণ সে তার সাথে সহবাস করতো না। আর যখন সে গর্ভবতী হতো, তখন স্বামী তার সাথে ইচ্ছা হলে সহবাস করতো। আর এরূপ করা হতো সন্তানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য। এ বিবাহকে নিকাহে ইস্তিবযা[১] বলা হতো। আর তৃতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, অনধিক দশজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতো আর তারা সকলেই পর্যায়ক্রমে তার সাথে সহবাস করতো। এরপর সে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে, সে সকলকে তার নিকট আসার জন্য পত্র প্রেরণ করতো, যা প্রাপ্তির পর তারা সকলেই সেখানে আসতে বাধ্য হতো। এরপর তারা সকলে সমবেত হলে, সে নারী বলতো, তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছ, যার ফলে আমি এ সন্তান প্রসব করেছি। তখন সে তাদের মধ্য হতে তার পছন্দমত একজনের নাম ধরে সম্বোধন করে বলত, হে অমুক! এ তোমার সন্তান। তখন সে তার সাথে ঐ সন্তানকে সম্পর্কিত করতো। আর চতুর্থ প্রকারের বিবাহ ছিল, বহু লোক একত্রিত হয়ে পর্যায়ক্রমে একটি মহিলার নিকট গমন করতো। আর যে কেউ তার নিকট সহবাসের উদ্দেশ্যে গমন করতো, সে কাউকে বাধা প্রদান করতো না। আর এ ধরনের মহিলারা ছিল বেশ্যা। এরা তাদের স্ব-স্ব গৃহের দরজার উপর নিশান লাগিয়ে রাখত, যা তাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ছিল। যে কেউ তাদের নিকট গমন করে তাদের সাথে সহবাস করতে পারত। এরপর সে গর্ভবতী হওয়ার পর, সন্তান প্রসবের পরে তাদের সকলকে তার নিকট একত্রিত করতো এবং তাদের নিকট হতে সাযুজ্যতা দাবি করতো। এরপর সে তার সন্তানকে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করতো, যার সাথে সন্তানের সামঞ্জস্যতা পরিদৃষ্ট হতো। আর তাকে তার সন্তান হিসাবে ডাকা হতো এবং সে ব্যক্তি এতে নিষেধ করতো না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ঐসব বিবাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেন। আর বর্তমানে ইসলামের অনুসারীদের জন্য যে বিবাহ পদ্ধতি চালু আছে, তিনি তা বলবৎ করেন।

banglainternet.com

১. পর-পুরুষের সাথে সহবাসের অনুমতি প্রাপ্ত বিবাহকে 'নিকাহে-ইস্তিবযা' বলা হয়।

## ١٧٧- بَابُ الْوَلَدِ لِلْفَرَاشِ

### ১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা যার, সন্তান তার

٢٢٦٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ اَوْصَانِيْ اَخِيْ عُتْبَةُ اِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ اَنْ اَنْظُرَ اِلَى ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضَهُ فَاِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِيْ ابْنِ اَمَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ هُوَ اَخُوْكَ يَاعَبْدُ ·

২২৬৭। সাঈদ ইব্ন মানসূর ও মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস ও আব্দ ইব্ন যাম্'আ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাম'আর দাসীর পুত্র আবদুর রহমান সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করেন। সা'দ বলেন, আমার ভ্রাতা উত্বা আমাকে এ মর্মে ওসীয়াত করেছেন যে, যখন আমি মক্কায় আসি তখন আমি যেন অবশ্যই যাম্'আর দাসী-পুত্রের দিকে খেয়াল রাখি। তখন তিনি তাকে ধরে ফেলেন, কেননা সে ছিল তাঁর ভাই উত্বার পুত্র। অপরপক্ষে আবদ ইব্ন যাম্'আ বলেন, সে (আবদুর রহমান) আমার ভাই। কেননা সে আমার পিতার (ঔরসজাত) দাসী-পুত্র, যে আমার পিতার বিছানায় জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্বার সাথে তার স্পষ্ট মিল আছে দেখে বলেন ঃ সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়াছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তর। আর তিনি বলেন, হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করো। মুসাদ্দাদ (র) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী বলেছেন ঃ হে আব্দ! সে তোমার ভাই।

٢٢٦٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلاَنًا اِبْنِيْ عَاهَرْتُ بِاُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَدَعْوَةَ فِي الْاِسْلاَمِ ذَهَبَ اَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ اَلْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ·

২২৬৮। যুহায়র ইব্ন হারব..... আম্র ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা একব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার সন্তান। কেননা, জাহিলিয়াতের যুগে আমি তার মায়ের সাথে যিনা করেছিলাম। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ইসলাম-যুগে এরূপ কোন আহবান করা উচিত নয়। জাহিলিয়াত-যুগের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্তান যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে, তার। আর যিনাকারীর জন্য হল প্রস্তর (অর্থাৎ বঞ্চনা, সে পিতৃত্ব হতেও বঞ্চিত আর উত্তরাধিকার হতেও বঞ্চিত)।

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَبُوْ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رِبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِيْ اَهْلِيْ اَمَةً

لَهُمْ رُوْمِيَّةٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ مِثْلِيْ فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّٰهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ مِثْلِيْ فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلَامٌ لِاَهْلِيْ رُوْمِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوْحَنَّةُ فَرَاطَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَاَنَّهُ وَزْغَةٌ مِّنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَاهٰذَا قَالَتْ هٰذَا لِيُوْحَنَّةَ فَرَفَعْنَا اِلٰى عُثْمَانَ اَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَاَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا اَتَرْضَيَانِ اَنْ اَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوْكَيْنِ ·

২২৬৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল..... রিবাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবার পরিজনেরা তাদের একটি রোম দেশীয় দাসীর সাথে বিবাহ দেয়। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করলে সে আমার ন্যায় একটি কৃষ্ণকায় পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি আবদুল্লাহ্। এরপর আমি তার সাথে পুনরায় সহবাস করলে সে আমার মতো আরো একটি কৃষ্ণকায় পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি উবায়দুল্লাহ্। এরপর তাকে আমার গোত্রের ইউহান্না নামক জনৈক গোলাম ফুঁসলিয়ে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে, যার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। এরপর তার সাথে অবৈধ মিলনের ফলে সে যে সন্তান প্রসব করে, সে ছিল ঐ গোলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি? সে স্বীকার করে যে, এটা ইউহান্নার ঔরসজাত সন্তান। এ ব্যাপারটি আমি উসমানের নিকট পেশ করি। রাবী মাহদী বলেন, তিনি (উসমান) তাদের উভয়কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তারা এর (ব্যভিচারের) সত্যতা স্বীকার করে। তিনি (উসমান) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এতে রাযী আছ যে, আমি তোমাদের উভয়ের ব্যাপারে ঐরূপ ফায়সালা করব, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করতেন? আর এ ধরনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা করতেন যে, সন্তান ঐ ব্যক্তির, যে বিছানার মালিক, (অর্থাৎ স্বামীর জন্য)। রাবী বলেন, আমার ধারণা, এরপর তিনি সেই দাসী ও দাসকে, যারা আযাদকৃত ছিল দোর্‌রা মারার ব্যবস্থা করেন।

## ١٧٨- بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْوَلَدِ

## ১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের অধিক হক্‌দার কে?

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيُّ نَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو يَعْنِي الْاَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَاَرَادَ اَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِيْ ·

২২৭০। মাহ্‌মূদ ইব্ন খালিদ আস সালমী ..... আম্‌র ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক স্ত্রীলোক বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সন্তানটি আমার গর্ভজাত, আর সে আমার স্তনের দুগ্ধ পান করছে এবং আমার কোল-ই তার আশ্রয়স্থল। আর তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে একে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, তুমি যতদিন না পুনরায় বিবাহ করবে, ততদিন তুমি তার অধিক হক্‌দার।

٢٢٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ اُسَامَةَ اَنَّ اَبَا مَيْمُوْنَةَ سَلْمٰى مَوْلًى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلُ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَّعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَّهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِىْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُّحَاقُّنِىْ فِىْ وَلَدِىْ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَا اَقُوْلُ هٰذَا اِلَّا اِنِّىْ سَمِعْتُ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهٗ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِىْ وَقَدْ سَقَانِىْ مِنْ بِئْرِ اَبِىْ عُقْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُّحَاقُّنِىْ فِىْ وَلَدِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهٖ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ ٠

২২৭১। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... হিলাল ইব্ন উসামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মায়মূনা সাল্মা যিনি মদীনার কোন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে পারস্য দেশীয় জনৈক স্ত্রীলোক, তার সাথে একটি পুত্র নিয়ে আগমন করে; যাকে (পুত্র সন্তানকে) সে এবং তার স্বামী, যে তাকে তালাক দিয়েছিল, সন্তান হিসাবে দাবি করতে থাকে। এরপর সে (মহিলা) ফরাসী ভাষায় বলে হে আবূ হুরায়রা! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা উভয়ে এর (সন্তানের) ব্যাপারে লটারী করো। এরপর তিনি (আবূ হুরায়রা) যখন তার নিকট জবাবের প্রত্যাশায় ছিলেন, তখন তার স্বামী সেখানে আগমন করে এবং বলে, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি এ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ব্যতীত অধিক কিছু বলব না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট থাকাকালে জনৈকা মহিলাকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনি ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এই যে, সে (সন্তান) আমাকে আবূ উকবার কূপ হতে এনে পানি পান করায় এবং সে আমার অন্যান্য খিদমতও করে। নবী করীম ﷺ বলেন, এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা করো। তখন তার স্বামী বলে, আমার থেকে আমার সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিতে চায়? তখন নবী করীম ﷺ সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার হস্ত খুশি ধারণ করো। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হস্ত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ اِلٰى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ اَنَا اٰخِذُهَا اَنَا اَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّىْ وَعِنْدِىْ خَالَتُهَا وَاِنَّمَا

الْخَالَةُ أُمٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدٌ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيْثًا قَالَ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَاقْضِ بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُوْنُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ ·

২২৭২। আল্ আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এরপর তিনি মক্কা হতে হামযার কন্যাকে নিয়ে (মাওকিফের দিকে) রওনা হলে জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাকে বলেন, আমি এর (লালন-পালনের) অধিক হক্দার, কেননা সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমার স্ত্রী হল তার খালা। আর খালা হল মায়ের সমতুল্য। তখন আলী (রা) বলেন, আমি এর অধিক হকদার। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা (ফাতিমা রা) আমার স্ত্রী। আর সেও (ফাতিমা) তার (লালন-পালনের) অধিক হকদার। যায়িদ (রা) বলেন, আমি এর অধিক হক্দার। কেননা, আমি তার-ই জন্য বের হয়েছি এবং সফর শেষে মাওকিফে উপনীত হয়েছি। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলে তাঁর নিকট এ সমস্যা পেশ করা হয়। তখন তিনি সে মেয়ে সম্পর্কে এরূপ ফায়সালা দেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। আর এমতাবস্থায় সে তার খালার সাথে অবস্থান করতে পারবে। বস্তুত খালা তো মায়েরই মতো।

٢٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ ·

২২৭৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে ঘটনার সম্পূর্ণ বর্ণনা নেই। রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। কেননা তার খালা তার (জা'ফরের) নিকটে আছে।

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى أَنَّ إِسْمٰعِيْلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُوْنَكِ بِنْتَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ إِبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ·

২২৭৪। আব্বাদ ইব্ন মূসা..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা হতে বের হই, তখন হাম্যার কন্যা আমাদের অনুসরণ করে এবং বলতে থাকে, হে চাচা! হে চাচা! তখন আলী (রা) তাকে, তার হস্ত ধারণপূর্বক গ্রহণ করেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলেন, তুমি একে গ্রহণ করো! কেননা, সে তো তোমার চাচার কন্যা। তখন তিনি (ফাতিমা) তার হস্ত ধারণ করেন। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অপর পক্ষে জা'ফর (রা) বলেন, সে তো আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। তখন নবী করীম ﷺ তাকে (হামযার কন্যাকে) তার খালার (নিকট থাকার) ফায়সালা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, খালা মায়ের সমতুল্য।

## ١٧٩- بَابٌ فِىْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

### ১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা রমনীর ইদ্দত

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِىُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِّلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِيْنَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيْهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ ·

২২৭৫। সুলায়মান ইব্ন আবদুল হামীদ বাহরানী..... আস্মা বিনত ইয়াযীদ ইব্ন আল-সাকান আল আনসারীয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন, আর সে সময় তালাকপ্রাপ্তা রমনীর জন্য ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আসমার তালাক প্রাপ্তির পর ইদ্দত সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদ্দত পালন প্রয়োজন-এ আয়াত নাযিল হয়।

## ١٨٠- بَابٌ فِىْ نَسْخِ مَا اسْتُثْنِىَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

### ১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালন রহিত হওয়া

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ قَالَ وَاللَّائِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ فَنَسَخَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ إِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ·

২২৭৬। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল মারূযী..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখবে (অন্য কারো সাথে বিবাহ হতে)। তিনি আরো বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা তাদের হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে (অর্থাৎ যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে) তাদের ইদ্দতের সময়সীমা হল তিন মাস। আর পরবর্তী আয়াতের দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের নির্দেশ রহিত (বা সংশোধিত) হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তাদের সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করো, তবে তজ্জন্য তাদের উপর তালাকের কারণে কোন ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নেই।

## ١٨١- بَابٌ فِى الْمُرَاجَعَةِ

### ১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِىُّ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا ·

২২৭৭। সাহ্ল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যুবায়র আসকারী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) ও উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হাফ্সা (রা) কে তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি তাঁকে পুনরায় স্বীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

## ١٨٢- بَابُ فِيْ نَفَقَةِ الْمَبْتُوْتَةِ

## ১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ

٢٢٧٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِوبْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ تِلْكَ امْرَاَةٌ يَّغْشَاهَا اَصْحَابِيْ اعْتَدِّيْ فِيْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ وَ اِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ وَاَبَاجَهْمٍ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَلَايَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقَةٍ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَّامَالَ لَهُ اِنْكِحِيْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ اُنْكِحِيْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ ٠

২২৭৮। আল্ কা'নাবী..... ফাতিমা বিনত কায়্স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আবূ আমর ইব্ন হাফ্স তাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করেন এমতাবস্থায় যে, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা প্রেরণ করেন, যাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এর অধিক তোমার কিছুই আমার নিকট পাওনা নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ তার নিকট তোমার কিছুই পাওনা নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মে শুরায়কের ঘরে অবস্থানপূর্বক তার ইদ্দত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোকটি তার অধিক খরচের দ্বারা আমার সাহাবীকে ঢেকে ফেলেছে। তুমি উম্মে মাক্তূমের ঘরে অবস্থান কর, আর সে হল একজন অন্ধ লোক, কাজেই সে তোমাকে দেখবে না। এরপর তুমি যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দিবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইদ্দত পূর্ণ করে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আবূ জাহাম তো তার কাঁধ হতে তার লাঠি সরায় না (অর্থাৎ অধিক মারধরকারী)। আর মু'আবিয়া–সে তো ফকীর এবং তার কোন মাল নেই। তুমি বরং উসামা ইব্ন যায়িদকে বিবাহ করো। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইব্ন যায়িদকে বিবাহ করো। এরপর তিনি তাকে বিবাহ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন, যা অন্যের জন্য ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়।

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِّنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَانَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَّسِيرَةً فَقَالَ لَانَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ ٠

২২৭৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন, ফাতিমা বিন্ত কায়স তাকে বলেছেন যে, আবূ হাফ্স ইব্ন মুগীরা (তার স্বামী) তাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং বনী মাখযূম গোত্রের কিছু লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্র নবী! নিশ্চয় আবূ হাফ্স ইব্ন মুগীরা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং তার জন্য সামান্য খোরপোষ দিয়েছে। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এরপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে (ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণিত) রাবী মালিকের হাদীস অধিক সম্পূর্ণ।

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ نَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلْثًا وَّسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَّلَا مَسْكَنٌ قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَاتَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ٠

২২৮০। মাহ্মূদ ইব্ন খালিদ ..... ইয়াহ্ইয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত কায়স হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ আমর ইব্ন হাফ্স আল্-মাখযূমী (রা) তাকে তিন তালাক দেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, তার (ফাতিমার) থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই প্রাপ্য নেই। এই বর্ণনায় রাবী আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (ফাতিমার) নিকট এই খবর প্রেরণ করেন যে, সে যেন আমার সাথে পরামর্শের পূর্বে কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়।

٢٢٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي أَلْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ فِيهِ وَلَاتَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَهِيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ٠

২২৮১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মাখযূম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। এরপর সে আমাকে তালাক (বায়েন) প্রদান করে। এরপর রাবী মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সে যেন কারও নিকট বিবাহের পয়গাম প্রেরণ না করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এভাবেই হাদিসটি শা'বী, বাহী ও আতা (র) আবদুর রহমান ইব্ন আসিম, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ জাহাম হতে, যারা সকলেই ফাতিমা বিন্ত কায়স হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেন।

٢٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى ٠

২২৮২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর.....ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে। তখন নবী করীম ﷺ তার থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই নির্ধারিত করেননি।

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ ٠

২২৮৩। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ..... ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আবূ হাফ্স ইব্ন আল-মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। এরপর আবূ হাফ্স ইব্ন আল-মুগীরা তাকে তিন তালাক (বায়েন) দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ঘর হতে বহির্গত হওয়া সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে ইব্ন উম্মে মাক্তূমের ঘরে (যিনি অন্ধ ছিলেন) গিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। রাবী মারওয়ান ইব্ন হাকাম, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য তার ঘর হতে বহিষ্কার সম্পর্কিত ফাতিমা বর্ণিত হাদীসটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। রাবী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা)ও ফাতিমা বিনত কায়সের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন।

٢٢٨٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ

فَقَالَ لاَنَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنِىْ حَامِلاً وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِى الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَارَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ أَعْمٰى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَيُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتّٰى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَانْكَحَهَا النَّبِىُّ ﷺ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ إِلٰى مَرْوَانَ فَاَخْبَرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ إِلاَّ مِنْ إِمْرَأَةٍ فَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِى وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ بَلَغَهَا ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ حَتّٰى لاَنَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا قَالَتْ فَاَىُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِىُّ فَرَوَى الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا حَدِيْثَ عُبَيْدِ اللهِ بِمَعْنٰى مَعْمَرٍ وَّحَدِيْثَ أَبِىْ سَلَمَةَ بِمَعْنٰى عَقِيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ بِمَعْنٰى دَلَّ عَلٰى خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ إِلٰى مَرْوَانَ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ ٠

২২৮৪। মুখাল্লাদ ইব্ন খালিদ ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ান ফাতিমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরিত হন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, তিনি আবূ হাফ্সের স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) কে ইয়ামানের কোন এক অঞ্চলের আমীর হিসাবে প্রেরণ করেন। আর এ সময় তার (ফাতিমার) স্বামী (আবূ হাফ্স)ও তাঁর সাথে সেখানে গমন করে। এরপর সে তাকে (তৃতীয়) তালাক প্রদান করে, যা (তিন তালাকের মধ্যে) অবশিষ্ট ছিল। এরপর সে আয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবী'আ এবং হারিস ইব্ন হিশামকে তার খোরপোষ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। তারা বলে, আল্লাহ্র শপথ! সে গর্ভবতী না হলে, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, সে গর্ভবতী না হলে তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে তাঁর নিকট তার স্বামীর ঘর হতে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোথায় যাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি ইব্ন উম্মে মাক্তূমের ঘরে গমন করো, কেননা সে অন্ধ। কাজেই তুমি যদি তার নিকট তোমার কাপড় খুলেও রাখ, তবুও সে দেখতে পাবে না (অর্থাৎ সে তোমার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারবে না)। এরপর সে তার নিকট অবস্থানকালে তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাকে উসামার সাথে বিবাহ দেন। কাবীসা মারওয়ানের নিকট প্রত্যাবর্তন করে এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। মারওয়ান বলেন, আমি এ হাদীসটি মাত্র একজন মহিলা ব্যতীত আর কারো নিকট হতে শ্রবণ করিনি। কাজেই তার পবিত্রতা সম্পর্কে যারা জানে তাদের নিকট হতে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করব। ফাতিমা তার (মারওয়ানের) এ বক্তব্য শ্রবণের পর বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব আছে। "তোমরা তাদেরকে, তাদের ইদ্দতের (অতিক্রান্ত হওয়ার) জন্য তালাক প্রদান করো। এমনকি তোমরা অবহিত নও যে, এরপর আল্লাহ্ কোনো কিছুর সৃষ্টি করবেন।" ফাতিমা বলেন, তিনি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কী সৃষ্টি হতে পারে? (অর্থাৎ সন্তান-সম্ভবা হওয়ার কোন কারণই থাকে না)।

١٨٣- بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ

**১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে**

٢٢٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أَحْمَدَ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَانَدْرِيْ أَحَفِظَتْ أَمْ لَا ·

২২৮৫। নাসর ইব্ন আলী..... আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (কুফার) জামে মসজিদে আস্ওয়াদের সাথে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তিনি বলেন, এরপর ফাতিমা বিন্তে কায়স উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) ও আমাদের রাসূলের সুন্নাতকে একজন মহিলার বক্তব্য অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই যে, সে সঠিকভাবে উহা (হাদীস) হিফাযত করেছে কিনা?

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ·

২২৮৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিন্ত কায়স বর্ণিত হাদীসকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ফাতিমা একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, আর তিনি এর আশেপাশের ভীতি সংকুল পরিবেশের জন্য শংকিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এরূপ অনুমতি প্রদান করেন।

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيٰنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قِيْلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَى إِلٰى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِيْ ذِكْرِ ذٰلِكَ ·

২২৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) কে বলা হয় যে, ফাতিমা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, তার জন্য এ হাদীস বর্ণনা করা কল্যাণকর নয় (কেননা, মানুষ এতে ভুলে পতিত হতে পারে)।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أَبِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِيْ خُرُوْجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ سُوْءِ الْخُلُقِ ·

২২৮৮। হারূন ইব্ন যায়দ..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে ফাতিমার বহিষ্কৃত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদঅভ্যাসের পরিণতিস্বরূপ।

٢٢٨٩– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِي وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ ٠

২২৮৯। আল্ কা'নাবী..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি তাদের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌নুল 'আস আবদুর রহমান ইব্‌ন আল-হাকামের কন্যাকে তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। (তার পিতা) আবদুর রহমান তাকে (উমারাকে) স্বামীর বাড়ী হতে নিয়ে আসেন। আয়েশা (রা) তাকে (উমারাকে) মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি (মু'আবিয়ার পক্ষ হতে) মদীনার গভর্ণর ছিলেন। এরপর তিনি তাকে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং এ মহিলাকে তার ঘরে অবস্থান করতে দাও। মারওয়ান বলেন, আবদুর রহমান এ ব্যাপারে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এরপর মারওয়ান রাবী কাসিম বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়্স বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি তাকে বলেন, তুমি যদি ফাতিমা বর্ণিত হাদীস বর্ণনা না করো, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। মারওয়ান বলেন, যদি আপনি (ফাতিমা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপারটি) কোন খারাপ কাজের পরিণতি হিসেবে মনে করেন, তবে তা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে যে–এ ব্যাপারটিকেও (উমারা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপার) আপনি তদ্রূপ মনে করবেন।

٢٢٩٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ نَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ٠

২২৯০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস..... মায়মূন ইব্‌ন মাহ্‌রান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রিক্কা হতে) মদীনায় আগমন করি এবং সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ফাতিমা বিন্‌ত কায়সকে তালাক দেয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাঈদ বলেন, সে স্ত্রীলোক তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে আর সে তো মুখোরা রমনী। এরপর তাকে অন্ধ ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তুমের হস্তে সোপর্দ করা হয়।

## ١٨٤. بَابٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

## ১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া

٢٢٩١– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا ٠

২২৯১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়, যিনি তাকে (ইদ্দতকালীন সময়ে) ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন করো। আর তা হতে কিছু সাদ্কা করবে অথবা ভাল কাজ করবে।

## ١٨٥ - بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيْرَاثِ

## ১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ اَجَلُ الْحَوْلِ بِاَنْ جُعِلَ اَجَلُهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ·

২২৯২। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে যায় এরূপ অসীয়াত করে যে, তাদের এক বছর ঘর হতে বহিষ্কার না করে খোরপোষ দিতে হবে।" এ আয়াতটি মীরাসের আয়াত নাযিলের কারণে মান্সূখ বা রহিত হয়ে যায়। সেখানে তাদের জন্য এক চতুর্থাংশ এবং এক অষ্টমাংশ ফরয করা হয়। আর এক বছরের সময়সীমা বাতিল হয় এ জন্য যে, তাদের ইদ্দতের সময়সীমা চার মাস দশদিন নির্ধারিত হয়।

## ١٨٦- بَابُ اِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

## ১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَايَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى

مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعَتْ أُمِّى أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِى تُوُفِّى زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَاتَرْمِى بِالْبَعْرَةِ رَأْسَ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْشَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّمَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِى بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَاشَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيْرٌ.

২২৯৩। আল্ কা'নাবী ..... যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাকে (হামিদ ইব্ন রাফি') এ তিনটি হাদীস সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। যায়নাব (রা) বলেন, একদা আমি উম্মে হাবীবার নিকট গমন করি। আর এ সময় তার পিতা আবূ সুফইয়ান (রা) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রং বিশিষ্ট সুগন্ধি তেল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহবান করেন। তদ্দারা একজন দাসী তাঁর কেশে তেল মেখে দেয়। এরপর তিনি চেহারায় তেল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নেই; তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনরাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। তবে স্বামীদের জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে। যায়নাব বিন্তে আবূ সালামা (রা) আরো বলেন, একদা আমি যায়নাব বিন্তে জাহ্‌শের নিকট উপস্থিত হই এবং এ সময় তার ভাই মৃত্যুবরণ করে। তিনি সুগন্ধি দ্রব্য চান এবং তা ব্যবহার করেন। এরপর বলেন, আমার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের উপর ইরশাদ করতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিন রাতের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য তারা স্বামীদের জন্য চার মাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে। যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা) আরো বর্ণনা করেন, আমি আমার মাতা উম্মে সালামাকে বলতে শুনেছি, একদা জনৈকা রমনী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কন্যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার চক্ষু অভিযোগ করছে। কাজেই আমি কি তাকে পুনরায় বিবাহ দিব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার বা তিনবার বলেন, না। আর তিনি এ 'না' শব্দটি নিষেধাজ্ঞার জন্য ব্যবহার করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বরং তার জন্য ইদ্দতের সময়সীমা হল চার মাস দশ দিন। আর জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের স্ত্রীকে (যাদের স্বামী মারা যেত) বু'রাতে এক বছরের জন্য নিক্ষেপ করা হতো। রাবী হামীদ বলেন, তখন আমি যায়নাবকে জিজ্ঞাসা করি, বু'রাতে এক বছরের জন্য নিক্ষেপের অর্থ কী? যায়নাব (রা) বলেন, যখন কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যেত, তখন সে একটি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতো, খারাপ কাপড় পরিধান করতো এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতো না। আর এরূপে এক বছর কাটিয়ে দিত। এরপর তার নিকট কোনো প্রাণী যেমন গাধা, বকরী অথবা পক্ষী আনা হতো এবং উহা তার

শরীর স্পর্শ করতো, তবে খুব কমই এমন হতো যে, জন্তুটি জীবিত থাকত, বরং অধিকাংশই মরে যেত। তারপর তাকে বের করে এনে জন্তুর একটি বিষ্ঠা দেয়া হতো, সে উহা নিক্ষেপ করতো। তারপর ইদ্দতান্তে সে সে স্থান হতে বের হয়ে আসতো। এরপর সে হালাল হতো এবং তার খুশিমতো সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন حفش হল ছোট ঘর বা কুঁড়ে ঘর।

## ١٨٧– بَابٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

### ১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

٢٢٩٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ •

২২৯৪। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা আল কা'নাবী.... সা'দ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন উজরা তার ফুফু যায়নাব বিন্ত কা'ব ইব্ন উজরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফারী'আ বিন্ত মালিক ইব্ন সিনান, যিনি আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা)-এর ভগ্নি ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার গোত্র বনী খাদরাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কেননা, তার স্বামী পলায়নপর গোলামদের অনুসন্ধানে বের হলে, তিনি তাদেরকে কুদুম নামক স্থানে দেখতে পান। এরপর তারা (গোলামেরা) তাকে হত্যা করে। এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। কেননা, সে তার ঘরে আমার জন্য খোরপোষের কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁর দরবার হতে বের হয়ে, হুজরা কিংবা (রাবীর সন্দেহ) মসজিদের মধ্যেই ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে ডাকেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী বলেছিলে? আমি পুনরায় তাঁর নিকট আমার স্বামীর ব্যাপারটি বর্ণনা করি। রাবী বলেন, এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন ঃ তোমার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। রাবী বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দশদিন অতিবাহিত করি। রাবী বলেন, উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে,

তিনি এ হাদীসটি আমার নিকট হতে শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করি। আর তিনি উসমান (রা) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে ফায়সালাও দিতেন।

## ١٨٨- بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

### ১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ نَا شَبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نُسِخَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنُسِخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.

২২৯৫। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি মান্সূখ হয়ে গিয়েছে, যেখানে উল্লেখ আছে যে, সে তার ইদ্দত তার পরিবারের নিকট পুরা করবে। এরপর নাযিল হয় ঃ "সে তার ইদ্দত যেখানে খুশি পুরা করবে" এবং তা হল আল্লাহ্র বাণী, "বহিষ্কার না হয়ে।" রাবী 'আতা বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে অবস্থান করতে পারে, আর যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সেখান হতে বেরও হতে পারে। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ আর যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে এতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই, তাদের কৃত কাজের ব্যাপারে। রাবী 'আতা বলেন, এরপর মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে তাদের অবস্থানের নির্দেশ বাতিল হয় এবং যেখানে খুশি ইদ্দত পালনের জন্য থাকতে পারে বলে নির্দেশ দেয়া হয়।

## ١٨٩- بَابُ فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا

### ১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দত পালনকারী মহিলা ইদ্দতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح وَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقَهْسْتَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيِّ عَنْ هِشَامٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا مَغْسُولًا وَزَادَ يَعْقُوبُ وَلَا تَخْتَضِبُ.

২২৯৬। ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম দাওরিকী ..... উম্মে আতীয়্যা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। আর এ সময় কোন রঙিন কাপড় পরিধান করবে না, সাদা কাপড় ছাড়া। আর সুরমা ব্যবহার করবে না এবং কোনরূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না। অবশ্য হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করতে পারে। রাবী ইয়া'কূব 'আসব' শব্দের পরিবর্তে 'মাগসূলান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাবী ইয়া'কূব আরো বর্ণনা করেছেন যে, সে কোনরূপ খিযাব লাগাতে পারবে না।

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَسْمَعِيُّ قَالاَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمَا قَالَ الْمَسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيْدُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ فِيْهِ وَلاَتَخْتَضِبُ وَزَادَ فِيْهِ هَرُوْنُ وَلاَتَلْبَسُ ثَوْبًا مُصَبَّغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ٠

২২৯৭। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্..... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِيْ بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ ٠

২২৯৮। যুহায়র ইব্ন হারব..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে যেন ইদ্দতকালীন সময়ে রঙিন এবং কারুকার্যমণ্ডিত কাপড় ও অলংকার পরিধান না করে। আর সে যেন খিযাব ও সুরমা ব্যবহার না করে।

٢٢٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِيْ اُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ اُسَيْدٍ عَنْ اُمِّهَا اَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِيْ عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلاَءِ قَالَ اَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجَلاَءِ فَاَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَّهَا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَاَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلاَءِ فَقَالَتْ لاَ تَكْتَحِلِيْ بِهِ اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ لاَّ بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِيْنَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِيْنَهُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلٰى عَيْنِيْ صَبِرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَارَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ قَالَ اِنَّهُ يُشِبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيْهِ اِلاَّ

بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ وَلاَتَمْشِطِيْ بِالطِّيْبِ وَلاَبِالْحِنَّاءِ فَاِنَّهُ خِضَابٌ قَالَتْ قُلْتُ بِاَيِّ شَيْءٍ اَمْتَشِطُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغْلِفِيْنَ بِهِ رَأْسَكِ ·

২২৯৯। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... উম্মে হাকীম বিন্ত উসায়দ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করে, এ সময় তার চোখে অসুখ থাকায় 'আসমাদ' নামীয় সুরমা ব্যবহার করেন। রাবী আহ্মাদ বলেন, উত্তম হল জালা নামীয় সুরমা। এরপর তিনি তাঁর জনৈক আযাদকৃত গোলামকে উম্মে সালামার নিকট জালা নামীয় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, একান্ত প্রয়োজন এবং কঠিন অবস্থা ব্যতীত তুমি এই সুরমা ব্যবহার করবে না। আর এমতাবস্থায় তুমি তা রাতে ব্যবহার করবে এবং দিনের বেলায় মুছে ফেলবে। এ প্রসংগে উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবূ সালামা (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন। আর এই সময় আমি আমার চোখে সুব্র নামক বৃক্ষের রস নিংড়িয়ে ব্যবহার করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে উম্মে সালামা! এটা কী? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা সুব্র এবং এতে কোন সুবাস নেই। তিনি বলেন, তা চেহারাকে রঞ্জিত করে। কাজেই তুমি রাতে ব্যতীত তা ব্যবহার করো না এবং দিনে তা মুছে ফেলবে। আর তুমি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা চিরুনী করবে না এবং মেহেদীও ব্যবহার করবে না, কেননা তা খিযাব স্বরূপ। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোন্ বস্তু দ্বারা চিরুনী করব? তিনি বলেন, তুমি কুলের পাতা ব্যবহার করবে এবং একে গেলাফের ন্যায় তোমার মাথায় রাখবে। (অর্থাৎ শোক প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ রঙ্গিন জামা কাপড় ব্যবহার ও প্রসাধনী গ্রহণে বিরত থাকবে।

## ١٩٠- بَابُ فِيْ عِدَّةِ الْحَامِلِ

## ১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত

٢٣٠٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَاْمُرُهُ اَنْ يَّدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْاَلُهَا عَنْ حَدِيْثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِيْ اَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِيْنَ النِّكَاحَ اِنَّكِ وَاللهِ مَا اَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ اَمْسَيْتُ

فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَفْتَانِىْ بِاَنْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِىْ وَاَمَرَنِىْ بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَا لِىْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلاَ اَرٰى بَاْسًا اَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ فِىْ دَمِهَا غَيْرَ اَنْ لاَيَقْرَبَهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ·

২৩০০। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল্ মাহরী ..... ইব্ন শিহাব যুহ্রী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর পিতা উমার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম আল্-যুহ্রীর নিকট এ মর্মে পত্র লেখেন, যেন তিনি তাকে সুবাই'আ বিন্ত আল্-হারিস আল্-আসলামীর নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসটির ঘটনা শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন। আর তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কী বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর নিকট একটি ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা জানার জন্য পাঠান। উমার ইব্ন আবদুল্লাহ্ জবাবে আমাকে লেখেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা তাঁকে বলেছেন, সুবাই'আ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'আদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিলেন, যিনি বনী আমের লুয়ী গোত্রের লোক ছিলেন। আর তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী (সাহাবী) ছিলেন এবং তিনি বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যুবরণ করেন, যখন তিনি সুবাই'আ গর্ভবতী ছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর নিফাসের রক্ত হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তিনি বিবাহের পয়গাম প্রেরণের জন্য নিজেকে সুসজ্জিত করেন। এ সময় তাঁর নিকট আবূ সানাবিল ইব্ন বা'কা, যিনি বনী আবদুদ্-দার গোত্রের লোক ছিলেন, এসে বলেন, আমি তোমাকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখছি, মনে হয় তুমি পুনঃবিবাহের ইরাদা করছ ? আল্লাহ্র শপথ! তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার (মৃত স্বামীর) ইদ্দতকাল চার মাস দশদিন পূর্ণ না কর। সুবাই'আ বলেন, তার এরূপ উক্তি শ্রবণের পর, আমি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরূপ ফাতওয়া দেন যে, আমি তখনই হালাল হয়েছি, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রয়োজনে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, যদি সে এখন বিবাহ করে, তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সন্তান প্রসব করেছে। আর এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহ-বন্ধনে কোন বিপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে। (অর্থাৎ গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। প্রসবের পর তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়)।

٢٣٠١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ لاَنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الْاَرْبَعَةِ الْاَشْهُرِ وَعَشْرٍ ·

২৩০১। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা.....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লি'আন (পরস্পর অভিসম্পাত) করতে চায়, আমি তার সাথে তা করতে প্রস্তুত। আল্লাহ্র শপথ! সূরা নিসা, যা তালাকের সূরা হিসাবেও পরিচিত, (স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দত সীমা) 'চার মাস দশ দিন' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয়।

## ١٩١- بَابُ فِىْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

### ১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে ওলাদের[১] ইদ্দত

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَلْبِسُوْا عَلَيْنَا سُنَّةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ عِدَّةُ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا يَعْنِىْ أُمَّ الْوَلَدِ.

২৩০২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... 'আমর ইবনুল 'আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের উপর তাঁর সুন্নাতকে মিশ্রিত করো না। রাবী বলেন, سُنَّةَ نَبِيِّنَا আমাদের নবীর সুন্নাতকে। অর্থাৎ উম্মে ওলাদের ইদ্দত হল, যখন তার স্বামী (বা মনিব) মৃত্যুবরণ করে– চার মাস দশ দিন।

## ١٩٢- بَابُ الْمَبْتُوْتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

### ১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক বায়েনপ্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না অন্য কোন স্বামী তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِىْ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا.

২৩০৩। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করে। এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে নির্জনবাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়েশা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেনঃ ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনরায় গ্রহণ করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখ ভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

---

১. উম্মে ওলাদঃ ঐ দাসীকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয় বা অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে গর্ভবতী হয়। সে সন্তানের মাতা হিসাবে পরিচিতা হয়।

## ١٩٣- بَابٌ فِيْ تَعْظِيْمِ الزِّنَا

### ১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ যিনার ভয়াবহতা

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّاْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ قَالَ وَاَنْزَلَ تَصْدِيْقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ الْاٰيَةَ ٠

২৩০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সবচাইতে বড় গুনাহ্ কোনটি ? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার রবের সাথে কাউকে শরীক করো, আর অবস্থা এই যে, তিনি তোমার স্রষ্টা। তিনি বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, তুমি যদি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করো যে, সে তোমার সাথে খাবে। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করো। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদনে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ (অর্থ) "যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্কে আহবান করে না, আর তারা হত্যার অধিকার ব্যতীত কোন জীবকে হত্যা করে না এবং যিনায় লিপ্ত হয় না" .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مُسَيْكَةُ اَمَةٌ لِبَعْضِ الْاَنْصَارِ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدِيْ يُكْرِهُنِيْ عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِيْ ذٰلِكَ وَلَاتُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ٠

২৩০৫। আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একজন আনসার সাহাবীর মুসায়কা নাম্নী দাসী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার মনিব তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে যিনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করোনা।"

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ وَمَنْ يُّكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِي الْحَسَنِ غَفُوْرٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ ٠

২৩০৬। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয মু'তামির থেকে এবং তিনি তার পিতা হতে (কুআনের এ আয়াত) বর্ণনা করেছেন যে, "আর তাদের মধ্যে যারা অপছন্দনীয় কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার এ অপছন্দনীয় কাজের পরেও মার্জনাকারী, অনুগ্রহশীল।" রাবী বলেন, সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান বলেন,, যারা বাধ্য হয়ে অপকর্ম করে, সেই সমস্ত নারীদের জন্য আল্লাহ্ মার্জনাকারী।

for more visit www.banglainternet.com